CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-273 ■ 13 July, 2025 ■ আগরতলা ১৩ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২৭ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এএআইবির প্রাথমিক রিপোর্টে তথ্য

এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনা ঃ আকাশে উড়তেই বিকল হয়ে যায় ইঞ্জিন

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ।। আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনার এক মাস পর ভারতের এয়ারক্রাফ অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) তাদের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে প্রথমবারের মতো ফ্লাইট এআই১৭১-এর শেষ মুহূর্তের ঘটনা সরকারিভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হয়েছে। আকাশে উড়তেই জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই বিমানের দুইটি ইঞ্জিনই বিকল হয়ে গেছিল।

১২ জুনের ওই দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ২৪২ জন যাত্রীর মধ্যে ২৪১ জন এবং মাটিতে থাকা আরও ১৯ জন, মোট ২৬০ জন প্রাণ হারান। বিমানটি আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিধ্বস্ত হয়।

এএআইবি-এর ১৫ পৃষ্ঠার প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমানের দুই ইঞ্জিনেই জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় উড্ডয়নের ঠিক পরপরই। যার ফলে ইঞ্জিনের গতি হঠাৎ কমে যায় এবং বিমানটি উচ্চতা হারাতে শুরু করে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় সময় দুপুর ১টা ৩৮ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে (ইউটিসি ০৮:০৮:৪২) বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারটি ১৮০ নটের সর্বোচ্চ গতি অর্জন করে। ঠিক তার পরেই মাত্র ১ সেকেন্ডের ব্যবধানে ইঞ্জিন ১ এবং ইঞ্জিন ২-এর ফুয়েল কাট-অফ সুইচ "চালু" থেকে "বন্ধ" অবস্থানে চলে যায়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ককপিট ভয়েস রেকর্ডারে এক পাইলটকে জিজ্ঞেস করতে শোনা যায়, 'তুমি কেন কাট-অফ করলে?' অন্য পাইলট উত্তর দেন, "আমি করিনি'। এই কথোপকথন ইঙ্গিত দেয়, ফুয়েল কাট-অফ সুইচ বদলের ঘটনাটি ছিল অপ্রত্যাশিত ও সম্ভবত অনিচ্ছাকৃত।

এদিকে, কিছু সেকেন্ড পরেই দু'টি ইঞ্জিন পুনরায় চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ০৮:০৮:৫২ ইউটিসি-এ ইঞ্জিন ১-এর ফুয়েল সুইচ আবার রান অবস্থানে ফেরানো হয়। ০৮:০৮:৫৬ ইউটিসি-এ ইঞ্জিন ২-এর ফুয়েল

ফাইল ছবি।

সুইচও চালু করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইঞ্জিন ১ দ্রুত গতি পুনরুদ্ধার করে, কিন্তু ইঞ্জিন ২ সেই গতি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। ইঞ্জিন ২ একাধিকবার জ্বালানি গ্রহণ করেও পর্যাপ্ত থ্রাস্ট দিতে পারেনি। এই কারণে বিমানটি অবশেষে নিয়ন্ত্রণ হারায়।

০৮:০৯:০৫ ইউটিসি-এ পাইলটের একজন জরুরি বার্তা (মেডে) পাঠান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে তখন কল সাইন জানতে চাওয়া হলেও কোনও জবাব আসেনি। ০৮:০৯:১১ ইউটিসি-এ বিমানের রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে যায়। ০৮:১৪:৪৪ ইউটিসি-এ দমকল বাহিনী উদ্ধার ও আগুন নিয়ন্ত্রণে নামে, তবে তখন আগুনে বিমানের বড় অংশ পুড়ে যায়।

প্রাথমিক রিপোর্টে বিমান প্রস্তুতকারী সংস্থা বোয়িং বা ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী জেনারেল ইলেকট্রিকের বিরুদ্ধে কোনও দায় চাপানো হয়নি। প্রতিবেদনে এও জানানো হয়েছে, ফুয়েল কাট-অফ সুইচে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে যাতে সহজে তা বন্ধ না হয়।

এই প্রতিবেদনটি ঘটনার ৩০ দিনের মধ্যে প্রকাশিত ভারতের নিয়ম অনুযায়ী একটি প্রাথমিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ। চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশে আরও কয়েক মাস লাগতে পারে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তারা তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। বোয়িং কর্তৃপক্ষও তদন্তে সহায়তা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই১৭১-এর দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কিঞ্জারাপু রাম মোহন নাইডু সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই রিপোর্ট কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ, এবং এতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়।

বিশাখাপত্তনমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমরা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাব না। তদন্ত এখনও চলছে। রিপোর্টটি প্রাথমিক পর্যায়ের। আমরা এএআইবি-র সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছি এবং তাদের প্রয়োজনীয় সবরকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রোজগার মেলায় ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র প্রদান

কর্মসংস্থানের ধরণ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত ১৬তম রোজগার মেলায় অংশগ্রহণ করে ৫১ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতীকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় নিয়োগপত্র বিতরণ করেন।

নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই যুবকেরা আজ থেকে সরকারি পরিষেবার নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "আপনারা বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত হলেও, সবার লক্ষ্য একজনসেবার মাধ্যমে দেশসেবা, যা 'নাগরিক প্রথম' নীতিতে পরিচালিত।"

প্রধানমন্ত্রী ভারতের দুটি অসীম শক্তির কথা তুলে ধরেনডেমোগ্রাফি (জনসংখ্যার গঠন) ও ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র)। তিনি বলেন, "বিশ্ব আজ স্বীকার করে নিয়েছে, ভারতের যুবসম্পদ ও গণতন্ত্র এক অনন্য শক্তি। ভারত এই দুই শক্তির উপর ভিত্তি করেই আজ বিশ্বমঞ্চে নিজেকে শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করছে।"

সম্প্রতি পাঁচটি দেশ সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি দেখেছি, বিশ্বজুড়ে ভারতের যুবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে। আমার এই সফরে সই হওয়া চুক্তিগুলিপ্রতিরক্ষা, ফার্মাসিউটিক্যাল, ডিজিটাল প্রযুক্তি, শক্তি ও রেয়ার আর্থ খনিজ খাতেদেশের যুবসমাজকে উপকৃত করবে, কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।"

তিনি বলেন, আজকের কর্মসংস্থানের ধরণ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই যুগে উদ্ভাবন, স্টার্টআপ ও গবেষণা-ভিত্তিক অর্থনীতিই এগিয়ে দিচ্ছে দেশকে। প্রধানমন্ত্রী যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি গর্বিত এবং আশাবাদীআজকের প্রজন্ম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্ভাবনী এবং নতুন কিছু গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ।"

তিনি বলেন, সরকার শুধু সরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করছে না, বরং বেসরকারি খাতেও নতুন কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার সম্প্রতি অনুমোদন করেছে এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিম। এই প্রকল্পের অধীনে প্রথম বেসরকারি চাকরি পাওয়া যুবকদের ১৫,০০০ প্রদান করবে সরকার। এই প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫ কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টি।

উৎপাদন খাত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ ভারতের অন্যতম বৃহৎ শক্তি আমাদের মেনুফ্যাকচারিং সেক্টর। 'মেক ইন ইন্ডিয়া" অভিযানের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়েছে। পিএলআই স্কিমের মাধ্যমে ১১ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোবাইল ও ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন মূল্য ১১ লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে, যা গত ১১ বছরে পাঁচগুণ বেড়েছে। আগে ২-৪টি ইউনিট ছিল, এখন ৩০০-র বেশি মোবাইল নির্মাণ ইউনিট চলছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ চাকরি সৃষ্টি হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতে ভারতের সাফল্য এখন নজরকাড়াউৎপাদন ছাড়িয়েছে ১.২৫ লক্ষ কোটি। ভারত আজ বিশ্বের বৃহত্তম লোকোমোটিভ প্রস্তুতকারক। অটোমোবাইল খাতে গত পাঁচ বছরে ৪০ বিলিয়নেরও বেশি এফডিআই এসেছে। নতুন নতুন কারখানা, রেকর্ড হারে গাড়ি বিক্রি ও বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-এর এক প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বলেন, গত এক দশকে ৯০ কোটিরও বেশি ভারতীয় নাগরিক বিভিন্ন সরকারি কল্যাণ প্রকল্পের আওতায়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশেষ লোক আদালত ৩৯২২টি মামলার নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। আজ ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির উদ্যোগে আগরতলায় বিশেষ লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলা ও মহকুমা আদালতগুলোতে একযুগে অনুষ্ঠিত হয় ওই লোক আদালত।

ওই লোক আদালতে এদিন মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, বৈবাহিক বিরোধ, ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং অন্যান্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। মোট চারটি কোর্টে ৩৯২২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গত ৭ বছরে রাজ্যের ৭৩.১৫ মেঃ টন আনারস দুবাই, ওমান, কাতারে রপ্তানি হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। গত সাত বছরে রাজ্য থেকে ৭৩.১৫ মেট্রিক টন আনারস দুবাই, ওমান এবং কাতারে রপ্তানি করা হয়েছে। পাশাপাশি, জিআই ট্যাগ পাওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সিদল শুকনো মাছ, সাবরি কলা এবং অন্যান্য বেশ কিছু স্থানীয় পণ্যের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। শুক্রবার উত্তর জেলার কুমারঘাটের গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত আনারস উৎসবে এই তথ্য জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, পান চাষিদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর নলকাটায় পিপিপি মডেলে (সরকার-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) একটি নতুন ফল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রীর দাবি, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার

পর রাষ্ট্রপতির হাত ধরে আনারসকে ত্রিপুরার রাজ্যিক ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে মূলত কিউ ও ক্যুইন দুই ভ্যারাইটির আনারস উৎপাদন হয়। যা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। এই উৎসবের উদ্দেশ্য হল আনারসের প্রসার ও জনপ্রিয় করা। কুইন আনারস ইতিমধ্যে জিআই ট্যাগ পেয়েছে, ফলে এটি অন্য কেউ অনুকরণ করতে পারবে না। আমরা এই আনারসের উৎপাদন এবং বাজার সম্প্রসারণে জোর দিচ্ছি। তিনি জানান, রাজ্যে মোট ৩.৬৫ লক্ষ কানিতে ফলের চাষ হয়, যার মধ্যে ৭৪,০০০ কানিতে আনারস চাষ হয়। ধলাই, উনকোটি ও উত্তর জেলায় ৫৩, ৭০০ কানিতে কিউ জাতের এবং ২২,০০০ কানিতে কুইন জাতের আনারস উৎপাদিত হয়।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের অর্গানিক ফসলের উপর গত ৯ জুলাই আগরতলায় একটি ক্রেতা-বিক্রেতা মিট হয়েছে। এই মিটের মাধ্যমে রাজ্য সরকার চাইছে রাজ্যের বাইরের ক্রেতারা যাতে এখানকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসল কিনে নিতে পারে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু চার বছরের শিশু কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। পুকুরে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে চার বছরের এক শিশু কন্যার। মর্মান্তিক ওই ঘটনায় কৈলাসহরের ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে পড়েছে। তবে, চার বছরের এই শিশু কন্যার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু রহস্য রয়েছে। ঘটনার তদন্তে কৈলাসহর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ড এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক জাকির হোসেন প্রতিদিনের মতো আজও সকালে পেশার তাগিদে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। জাকিরের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে জাকিরের চার বছরের শিশু কন্যার সহিত জাকিরের স্ত্রী এবং জাকিরের মা বাড়িতে ছিলেন। দুপুর বেলায় হঠাৎ করে জাকিরের স্ত্রী মোবাইলে জাকিরকে জানায় যে, চার বছরের শিশু কন্যাকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই খবর শোনেই জাকির ও তার ভাই খুব দ্রুত বাড়িতে এসে চার বছরের শিশু কন্যাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে বাড়ির পাশের পুকুরের জলে নেমে দুই ভাই খুঁজতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে পুকুরের জলের নীচ থেকে জাকিরের ভাই চার বছরের শিশু কন্যাকে উদ্ধার করে উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক চার বছরের শিশু কন্যাকে মৃত বলে জানান।

জাকির হোসেন আরও জানান যে, মৃত চার বছরের শিশু কন্যার নাম খুশী বেগম। বিগত তিন থেকে চার বছর পূর্বে জাকিরের অপর আরেক তিন বছরের শিশু কন্যা বাড়ির পাশের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লরির চাপায় মৃত্যু ১১ বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। বালি বোঝাই লরির চাপায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ১১ বছরের শিশুর। পোয়াংবাড়ী বাজারে ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বালি বোঝাই লরির চাপায় মৃত্যু হয়েছে ১১ বছরের রাজেশ দাসের। দ্রুত গতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুটিকে পিষে দেয় লরি। এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, ঘাতক লরি ও চালককে আটক করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ।

ঠিকাদারি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে অগ্নিসংযোগ ঃ আতঙ্কে কৈলাসহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। কৈলাসহরে আবারও ঠিকাদারী বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ছড়াল নাশকতার আগুন। গতকাল গভীর রাতে গৌরনগর ব্লকের কমিউনিটি হল সংলগ্ন টিএসআর ক্যাম্পের পাশে রাখা মাহি কনস্ট্রাকশনের একটি পেইভার ফিনিসার মেশিনে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতকারীরা। মেশিনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে।

ঠিকাদার আব্দুল মান্নান জানান, কাজ শেষে নিয়মিতভাবেই নিরাপত্তার কারণে সেখানে গাড়িটি রাখা হয়। আগেও পাইতুরবাজার এলাকায় তাঁর আরেকটি গাড়ি একইভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ সত্ত্বেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এবারও একইভাবে গভীর রাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তাঁর।

আব্দুল মান্নানের অভিযোগ, বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নীরব। তদন্তে নেই কোনো অগ্রগতি, নেই কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও। এমন অবস্থায় গোটা কৈলাসহরে ছড়িয়েছে আতঙ্ক ও ক্ষোভ। ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার মহলে প্রশ্ন এই নৈরাজ্যের শেষ কোথায়? প্রশাসনের নীরবতা কি তবে ইন্ধন দিচ্ছে এই অপরাধে? নাগরিকেরা বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে কৈলাসহর উন্নয়নের নয়, বরং ভয়ের রাজধানীতে পরিণত হবে।

হাসপাতালের পাশে বিটুমিনাস প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা হাসপাতালের পাশে অবৈধভাবে গড়ে উঠা বিটুমিনাস প্ল্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মী এবং এলাকাবাসীদের মধ্যে। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় অবস্থিত উনকোটি জেলা হাসপাতালের পাশে বিগত দেড় বছর পূর্বে জেলা হাসপাতালের পাশে ঠিকাদার আব্দুল মান্নান অবৈধভাবে বিটুমিনাস প্ল্যান্ট গড়ে তোলেছিলেন। এই বিটুমিনাস প্ল্যান্টের পাশেই জেলা হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালের কোয়ার্টার কমপ্লেক্স রয়েছে। সেই কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা বসবাস করেন। বিটুমিনাস প্ল্যান্টের ধোঁয়ার ফলে হাসপাতালে আসা রোগী সহ রোগীর আত্মীয় স্বজনরা এবং চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মী এবং পরিবারের সদস্যরা নানান অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হচ্ছেন বিগত এক বছর ধরে।

এর ফলে এই অবৈধ বিটুমিনাস প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা এবং স্থানীয় এলাকাবাসীরা কয়েকবার স্থানীয় মহকুমাশাসক, জেলাশাসক সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকদের লিখিত ভাবে জানানোর পরও কেউ কোনো ধরনের পদক্ষেপ না নেওয়ায় জেলা হাসপাতালের পক্ষ থেকে রাজ্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী

অভাব-অনটনে চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। এক বিধবা অসহায় মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন। মেলাঘর পৌরসভার ইন্দিরা নগর নয় নাম্বার ওয়ার্ড এস বি স্কুল সংলগ্ন এলাকার অসহায় মহিলা টাকা পয়সার অভাবে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে পারছেন না।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে সাত বছর আগে স্বামী আলমগীর হোসেন গাড়ি দুর্ঘটনা মারা গেছেন। তারপর তার স্ত্রী সুরোপা বেগম একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে বড় বেকাদায় পড়ে যান।স্বামীর মৃত্যুর পর মানুষের বাড়িতে কাজকর্ম করে কোন রকমের সংসার চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ সুরোপা বেগমের শরীরে ধরা পরল ক্যান্সার রোগ। তিন বছর ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সুরোপা বেগম একেবারে ঘরবন্দী হয়ে রয়েছেন।

এ অসহায় গরীব মহিলা এখন পর্যন্ত ৭ লক্ষ টাকার উপরে খরচ করেছেন চিকিৎসার জন্য। বাকি চিকিৎসার জন্য, তার কাছে আর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি ব্যাটারি সহ গ্যারেজে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ জুলাই।। চোরের আতঙ্কে আতঙ্কিত বিশালগড় বাসী। সারারাত জেগে এখন চোর পাহারা দেওয়ার উপক্রম শুরু হয়েছে গোটা বিশালগড় মহকুমা জুড়ে। নিরাপদে নেই রাস্তায় রাখা গাড়ির সহ বাজার হাট দোকানপাট। রাস্তায়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৩ জুলাই, ২০২৫ ইং
২৮ আষাঢ়,রবিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়া সংকীর্ণতা কাম্য নয়

ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সকল ধর্মের মানুষের জন্য স্বীকৃত। যত মত তত পথ। ইহা সবাই স্বীকার করেন। সেই কারণেই ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকার ভারতের জনগণ সমানভাবে পালন করিতে সক্ষম হইতেছেন। এই ধারা চিরকাল বহাল থাকিবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর যাহাতে কোন ধরনের আঘাত আসিতে না পারে সেজন্যই ভারতীয় সংবিধানে সকল ধর্মের মানুষের অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ রাজনৈতিক নেতা সহ সকলকে সহমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলে কোনদিনই ধর্ম নিয়ে কোন ধরনের সংঘাত ঘটিবে না। সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়া ধর্মীয় বিবাদ ঘটাইবার যে কোন প্রয়াস নিন্দনীয়। সংকীর্ণ চিন্তাধারা বাদ দিয়া দেশ ও দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রাখিয়া ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকারকে রক্ষা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ শাশ্বত সনাতন ধর্মের দেশ। তাহার অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। ভারতের এই অধ্যাত্ম-সম্পদ বিশ্বের দরবারে বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন স্বামীজী, এবং অভেদানন্দজী তাহা দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়"এই দুই বঙ্গবীরের মারফৎ ভারতমাতা দুনিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিল রক্ত-মাংসের স্বধর্ম, শক্তিযোগ, দিগ্বিজয়ের সাধনা। বিবেক-অভেদ সেকেলিবাসী ভারতের সওদাগর নন। এই দুই বঙ্গবীর তাজা-রক্ত-মাংসওয়ালা করিৎকর্মা জীবনের ভারতীয় প্রতিনিধি।' তবে ভারতের বেদান্ত-প্রচার পাশ্চাত্যে এখানেই শেষ হইয়া যায়নি। বরং বলা যাইতে পারে, স্বামীজীর মধ্য দিয়ে যে কর্মপ্রবাহের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অভেদানন্দজীর মাধ্যমে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিপূর্ণ রূপরেখায় পরিণত হইয়ছিল এবং বর্তমানে সেই কর্মসাফল্যেরই পরিণতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচার-সমিতির মধ্য দিয়া কার্য্যধারা অব্যাহত রহিয়াছে। একথার প্রত্যক্ষ প্রতিবেদক ও রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবীণ প্রচারক-ধারক-বাহক স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তাঁহার সম্প্রতি পাশ্চাত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে বলিয়াছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ, পরে অল্পকালের জন্য স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও সুদীর্ঘকাল ধরিয়াষ স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের সহকারীরূপে স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ প্রমুখ ছিলেন, এবং পরম্পরাক্রমে আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রায় সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন"।

স্বামী অভেদানন্দজী শুধু প্রচারক ছিলেন না; পরন্তু অধ্যাত্মজগতের একচ্ছত্রপতি রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনের সিংহভাগ সময় বেদান্ত-প্রচার কার্য্যে অতিবাহিত হয় বলিয়াই ত্যাগ-তপস্যার কথা কুসুমাস্তীর্ণ হইয় পড়ে। তিনি যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছেন তখনই তপস্যায় বেরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের রাজা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বলিয়াছেন: "কালী যখন তাহার বাইরের কাজ কমাইয়া দিবে, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক-শক্তির বিকাশ লোকে বুঝিতে পারিবে।" একথা পরবর্তীকালে তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে বেশ আভাষ পাওয়া যায়। তবে তাঁহার বিশাল কর্মপ্রবাহের জন্য তিনি প্রচারক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের মধ্যে স্বহস্তে রামকৃষ্ণ সাহিত্য রচনায় স্বামী সারদানন্দজী যেমনি অসাধারণ, ঠিক তেমনি স্বহস্তে বেদান্ত-সাহিত্য রচনায় স্বামী অভেদানন্দজীও অনন্যসাধারণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলীর মধ্যেও অনেক বেদান্ত-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর মতো অভেদানন্দজীর মধ্যেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বশালী আচার্য্যের আলোক পরিলক্ষিত হয়; এবং সে আলোকে পাশ্চাত্যের বড় বড় বিদ্বান্ ও মহান ব্যক্তিত্বরা হইয়াছে প্রভাবান্বিত। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিত্রকর, সাহিত্যিক, কবি থেকে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁহার বক্তৃতায় হইয়াছে মন্ত্রমুগ্ধ। সুতরাং তাঁহার এ বেদান্ত প্রচার সর্বার্থে সার্থক।

মার্ঘেরিটায় কয়লা খননের কাজ পুনরায় শুরু করার দাবি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিষদের

তিনসুকিয়া, ১২ জুলাই: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিষদের তিনসুকিয়া জেলা কমিটি মার্ঘেরিটায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কয়লাক্ষেত্রে কয়লা খননের কাজ অবিলম্বে শুরু করার জোরালো দাবি জানিয়েছে। শনিবার প্রকাশিত এক প্রেস বিবৃতিতে পরিষদ জানায়, যদি সাত দিনের মধ্যে কয়লা খননের কাজ পুনরায় শুরু না হয়, তবে এই অঞ্চলে বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা আরও তীব্র হবে।

পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এল. রতন সিং বলেন, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত উচ্চ আসামের কয়লা, চা ও তেল উৎপাদন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। তিনসুকিয়া জেলা বরাবরই প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য পরিচিত এবং এই অঞ্চল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কয়লা খাতকে দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। বেআইনি খনন ও অবৈধ কয়লা পরিবহন এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বৈধ খনন শিল্পের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে এবং বেকারত্বকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

রতন সিং বলেন, আগের মিডিয়া হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আইএইচআরসি কিছুটা বেআইনি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও, কয়ল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে কার্যত কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া এবং বৈধ খনন বন্ধ রাখা সন্দেহজনক। তিনি বলেন, "যখন প্রকাশ্যেই অবৈধ খনন চলছে, তখন সিআইএল-এর কার্যক্রম বন্ধ থাকা মানে বড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়।"

পরিষদের পক্ষ থেকে জানা যায়, অবৈধ কয়লা খনন ও মজুদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নাম ও স্থানসংবলিত একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকা খুব শীঘ্রই কয়লা মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি জানানো হবে।

গরম থেকে বাঁচতেই চাহিদা বাড়ল বরফের

সায়ন্তনী সেনগুপ্ত

নিদাঘের তপ্ত দুপুরে মাঝে মাঝে কবি আশ্রয় নেন তহখানায়। কোনও কোনও বছর রমজানের সময়েই ভীষণ গরম পড়ে যায়। পুড়ে যায় দিল্লি-আগরা। বেশি গরম সহ্য করতে পারেন না মশহুর এই শায়র। মাটির নীচের ঠান্ডা এই ঘরটা তখন আরাম দেয় তাঁকে। তিনি যখন থাকেন এখানে, গোলাপজল ছিটিয়ে ঠান্ডা করা হয় ঘর। কানের লতিতে, কব্জিতে জাহাঙ্গিরি আতর ঘষে নেন কবি। আধো অন্ধকার চার দিক, জাফরির কাজ করা মোমদানির আলোয় আলোকিত খানিক। আলোর মুখ না দেখা শীতল শরাব আর শরবতে ডুবে থাকেন মির্জা গালিব। লেবু দিয়ে গুড়ের শরবত তৈরি হয় তার জন্য। এতে মাঝে মাঝে খানিকটা দ্রাক্ষারস মিশিয়ে নেন। ঝিমঝিমে এক ঘোর ঘিরে থাকে তাঁকে। বই পড়তে পড়তে কবিতার পঙ্কি মাথায় আসে তাঁর। অন্যমনস্ক হন তিনি।

শুধু গালিব নন। কাঠফাটা গরমে দিল্লি- আগরার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির সদস্যরা দুপুরের বেশ খানিকটা সময় কাটান তহখানাতে। বিকেলে একটু একটু বাতাস বইতে শুরু করলে বাড়ি-সংলগ্ন জলাশয়গুলির হাওয়ায় শরীর শীতল করেন। এই বাওয়ালিগুলির ভিতরে ধাপে ধাপে চলে যায় সিঁড়ি। এর মধ্যে ঘর বানিয়ে রাখেন তাঁরা। জলের শব্দে হাওয়ার শব্দ মিশে প্রাণ জুড়োয়। প্রাসাদ বা বাড়ির উপরে যে ছতরিগুলি থাকে, সেখানে বসে বায়ু সেবন করেন তাঁরা। মুখোমুখি জানলায় জালির কাজ বাতাস ঢুকতে দেয় ঘরেও।

সম্রাট আকবরের সাময়িক রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে ছিল 'আবদারখানা'। এখানে আকবরের পানীয় গঙ্গাজল রাখা থাকত। সঙ্গে রাখা হত আম বা তরমুজ। যাঁরা জল রাখতেন, তাঁদের বলা হত 'আবদার'। 'আইন- ই- আকবরি' থেকে জানা যায়, আকবর জল ঠান্ডা রাখার জন্য 'সল্ট পিটার' বা সোরার ব্যবহার শুরু করেন। আবদাররা ছোট পাত্রে জল ভরে সেটাকে জল এবং সল্ট পিটার ভরা বড় একটি পাত্রের মধ্যে রেখে দিতেন। মিনিট দশ-পনেরো বাদে ছোট পাত্রগুলিকে সরিয়ে বড় পাত্রের মধ্যে নতুন ছোট পাত্র বসানো হত। এ ভাবে সারা রাত ধরে চলত জল ঠান্ডা করা। এখানেই শেষ নয়। গরমে স্বস্তি পেতে মোগল বাদশারা বরফ আনাতেন কাশ্মীর থেকে। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরি'তে লিখেছেন, লাহোর থেকে ৪০ কিমি দূরের পানহান ছিল বরফ আমদানির কেন্দ্র। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে মোগল সভাসদ আনন্দ রাম মুখলিশ, 'তক্তাফ-ই-ইয়াখ' অর্থাৎ বরফের পাতলা চাদরের কথা বলেছেন। সমসাময়িক লেখক মির -ইহা-কাশি বরফের পাতলা আস্তরণকে তুলনা করেছেন প্রেমিকার ভ্রুকুটির সঙ্গে। অর্থাৎ সেই সময় ঠান্ডা জমা জল সুপরিচিত ছিল। কাঠের বাক্সের মধ্যে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে আসত সে জিনিস। পথে নষ্ট হত প্রচুর। তাও যা এসে পৌঁছত, তা কম নয়। শাহি হামামে সেই বরফ দিয়ে স্নান করতেন মোগলরা। 'সর্দখানা'য় বসে আরাম করতেন তার পর। সম্রাজ্ঞীরা হামামে দিতেন গোলাপের পাপড়ি, বরফকুচি আর সুগন্ধি তেল। সেই সময় দু'কিলো বরফের দাম ছিল এক টাকার কিছু কম। অতি মহার্ঘ এই জিনিসের দাম আরও বাড়ত বর্ষায়। কিন্তু ধনীরা সারা বছর বরফ ব্যবহার করতেন। অবস্থা এমন ছিল যে, এর ব্যবহার বলে দিত কে কতটা ধনবান। শহরের ধনীদের মধ্যে বরফ আনিয়ে প্রতিযোগিতা চলত বিত্ত জাহির করার। শাজাহানের এক আধিকারিক চন্দ্রভান লিখেছেন, সম্রাট বহু দূর থেকে তুষার নিয়ে এসে সভাসদদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সবার মধ্যে বিলি করতেন। কুলফি ফিরনি ফালুদা থেকে নানা পানীয়, সবই বরফ দিয়ে ব্যবহার করতেন তাঁরা। ১৬৬০ সাল নাগাদ সময়কার বই 'মিরজানামা'য় বলা হয়েছে মধু, দুধ, ময়দা আর নানা রকম বীজ দিয়ে তৈরি মখমলি ফালুদা এমন ভাবে বরফ দিয়ে খাওয়া হত, যাতে ঠান্ডায় দাঁত শিরশির করে।

ইংরেজরা এ দেশে আসার পর এখানকার ভয়ঙ্কর গরমের মোকাবিলা করার জন্য সোরার মিশ্রণে পানীয়ের বোতল ডুবিয়ে রাখতেন। কিন্তু তখন আর মোগল আমলের মতো কাশ্মীর থেকে বরফ আনা সম্ভব ছিল না। 'কলকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' বইয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "আমাদের পাড়ার বৃদ্ধ মধু মুখুজ্যের নিকট শুনিতাম যে হুগলীতে গুঁড়িগুঁড়ি বরফ পড়িত। খড়ের চালার উপর সকালবেলা যেন চুন ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে, এই রূপ তিনি বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন এবং খড় বিছিয়ে সরাতে জল দিয়া ফাঁকে রাখিলে তাহা বরফ হইয়া যাইত। তবে আমাদের বাল্যকালে বরফ পড়া দেখি নাই।" হুগলিতে বরফ পড়া নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও ইংরেজ আমলে হুগলিতে যে সেটি তৈরি হত, তার বেশ কিছু প্রমাণ তৎকালীন বইপত্রে পাওয়া যায়।

১৭৮৭ সালে কলকাতায় ইংরেজদের এক পার্টি সম্পর্কে 'কলকাতা গেজেট'-এ লেখা হয়েছিল, পার্টিতে যে বরফ ব্যবহার হয়েছিল, তা এসেছিল হুগলির আইস ফিল্ড থেকে। শীতে বিপুল পরিমাণ বরফ তৈরি হত এখানে। 'দ্য জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ বলা হয়েছে, এর আগে কলকাতা এবং শ্রীরামপুরে এই জিনিস তৈরির চেষ্টা হয়। কিন্তু সমুদ্র থেকে হুগলির দূরত্ব, মাটির ধরন সবই বরফ তৈরির জন্য বিশেষ উপযুক্ত ছিল। বালির আস্তরণের উপর দোআঁশ মাটি ফেলে উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হত। সাধারণত নভেম্বর মাসে বরফ তৈরি শুরু হত, চলত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর জন্য ১২০ ফুট লম্বা আর ২০ ফুট চওড়া আয়তাকার গর্ত খুঁড়ে সেখান থেকে দু'ফুট মাটি তুলে ফেলা হত। জায়গাটিকে কিছু দিন রোদ খাইয়ে শুকিয়ে তার মধ্যে বিছিয়ে দেওয়া হত খড়। কিছু আলগা খড় উপরে বিছানো থাকত। পুরোটার জন্য লাগত দেড় ফুট জায়গা। বাকি আধফুট জায়গা খালি রাখা হত। এমন অসংখ্য জায়গা তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য মাটির আলের মতো কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতেন আবদাররা। এর মধ্যে বিরাট বিরাট মাটির জালা বসিয়ে দেওয়া হত। পাত্রগুলিতে রাখা থাকত বরফ তৈরির জন্য ব্যবহার করার জল। আশপাশের জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করা হত এই কাজের জন্য। এর পর গর্তগুলির মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হত কিছু অগভীর মুখের মাটির পাত্র। মোটামুটি ৪৫৯০টি পাত্র থাকত বরফ তৈরির জন্য। আট আউন্স না চার আউন্স কতটা জল দেওয়া হবে, সেটা নির্ভর করত সে দিন কতটা বরফ তৈরি হবে তার উপর। কতটা বরফ তৈরি হবে, সেটা আবার নির্ভর করত সে দিনের আবহাওয়ার ওপর। অতিরিক্ত বায়ু চলাচল হলে বা শিশির পড়লে সে দিন ভাল বরফ তৈরি হত না। এই ক্ষেত্রগুলির যে দিকে সকালে সূর্যের প্রথম রশ্মি পড়বে, সেই দিকে জল বেশি দেওয়া হত, যাতে জমে যাওয়া বরফ কাটতে সুবিধে হয়। সাত-আট জন মহিলা ছুরি দিয়ে জমা জল কেটে বার করতেন। পাত্রগুলি খালি হয়ে গেলে পুরুষরা সেগুলি নিয়ে খালি করতেন অন্য একটা পাত্রে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে আধারের পুরো জলই মাঝে মাঝে বরফে পরিণত হত। একে বলা হত 'পাক্কা বরফ'। রাত দুটো-তিনটে নাগাদ পাতলা এক স্তর বরফ পাওয়া যেত। পাঁচটা নাগাদ আরও খানিক স্তর বেশি বরফ জমত, একে বলা হত 'ফুল বরফ'। বরফ পাওয়া গেলে তা রাতের মধ্যে কলকাতা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হত। ফ্যানি পার্কার তাঁর বইয়ে লিখেছেন, বরফ পাওয়ার পর আবদার তা ওজন করে বাজারে পাঠাতেন। কুলিরা পথে তার কিছু বিক্রি করে দিতেন 'নেটিভ'দের কাছে। এদেশীয়রা কিছু নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেখে বাকিটুকু দেড় কেজি দু'আনা দরে আবার বিক্রি করে দিতেন।

কিন্তু এতেও সাহেবদের যে খুব মন উঠত, তা নয়। হুগলি থেকে যে বরফ পাওয়া যেত, তা ছিল থকথকে এক রকম অর্ধকঠিন মিশ্রণ। সেই জন্য সাহেবরা একে বলত 'হুগলি স্লাশ'। তার উপরে গরমকালে সে জিনিস মোটেই পাওয়া যেত না। কলকাতার পঞ্চম বিশপ ড্যানিয়েল উইলসন ১৮৩৩-এ একটি চিঠিতে লিখেছেন, দমবন্ধ করা গরমে এমনই অবস্থা তাঁদের যে, অন্যের দেখলে দয়া হবে। তাঁর আগের বিশপ কলকাতার প্রবল গরমে মারাই গিয়েছিলেন। অকল্যান্ড লেখেন যে, এ দেশে ইংরেজদের মদ এবং মাংস খাওয়ার অভ্যেসের ফলে প্রায় প্রত্যেকেরই বিপুল উদর। তার ফলে তাদের অবস্থা আরও হাঁসফাঁস। ঠান্ডা ছাড়া তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরমে যখন ইংরেজদের এমন ত্রাহি ত্রাহি রব, তখনই আমেরিকার এক তরুণ ব্যবসায়ী ফ্রেডরিক টিউডর ম্যাসাচুসেটস থেকে ভারতে বরফ সরবরাহের ব্যবসা শুরু করলেন। সোজা ছিল না কাজটা। কফির ব্যবসায়ে বিপুল লোকসান করা টিউডর মরিয়া ছিলেন একটা লাভজনক ব্যবসার জন্য। প্রযুক্তি আর ব্যবসায়িক বুদ্ধি সম্বল করে অবশেষে বরফ ভরা জাহাজ 'টাস্কানি', ১৮৩৩ এর ৬ সেপ্টেম্বর এসে ভিড়ল কলকাতা বন্দরে। সেই জিনিস সংরক্ষণের জন্য ১৮৩৫ কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গোষ্ঠী চাঁদা তুলে স্ট্র্যান্ড রোড এবং হেয়ার স্ট্রিটে তৈরি করল বরফঘর। প্রথম যে দিন কলকাতার বাজারে বিক্রি হল এটি, সে দিন ৭৮ কেজির একটি বরফের চাঁই দেখে চমকে গেল সবাই। এই দিন সাহেবদের ঘরে ঘরে উৎসব লেগে গেল প্রায়। সব অফিস ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে রাতের ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া হল। মাংস, মদের ফোয়ারা ছুটল। 'মুরিজ হ্যান্ডবুক অব ইন্ডিয়া'য় লেখা হল, উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ঠান্ডা পানীয়ের থেকে আকর্ষক আর কিছু নেই। এই জিনিস আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত করে, শরীরকে বলশালী করে।

শুধু ইংরেজরা নয়, উচ্চবিত্ত ইংরেজ-ঘনিষ্ঠ বাঙালিরাও বরফের আগমনে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। এর আসা-যাওয়া নিয়মিত হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য তৈরি হওয়া নয় সদস্যের কমিটির এক জন ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। বাঙালি হিন্দুরা শেষে গঙ্গাজলের সঙ্গে বরফ মিশিয়ে খেতে লাগলেন। কলকাতার পর বোম্বে এবং মাদ্রাজেও এটি পাঠানো হল। বোম্বের বিখ্যাত ব্যবসায়ী নাইট উপাধিধারী জামশেদজি জিজিবয় প্রথম এক দিন ডিনারে অতিথিদের আইসক্রিম খাওয়ালেন। তাতে আবার সবার খুব ঠান্ডা লেগে গেল। গুজরাতি খবরের কাগজ 'বম্বে সমাচার' লিখল, অজানা বিদেশি দ্রব্য খেয়ে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তখনও বরফ ছিল শুধুই উচ্চবিত্তদের নাগালে। দাম প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেল, যখন ইটালীয় ব্যবসায়ীরা আলপাইনের বরফ কলকাতার বাজারে নিয়ে এলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁরা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠলেন না। 'আইস কিং' টিউডর শুধু কলকাতা থেকেই বরফের ব্যবসায় লাভ করেন ১ লাখ ৪০ হাজার ডলার। টিউডর মারা যাওয়ার পর পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত কারণসহ বেশ কিছু অসুবিধের জন্য আস্তে আস্তে কলকাতায় তাঁর পত্তন করা তুষার-সাম্রাজ্যের ভিত শিথিল হল। ১৮৭৮-এ কলকাতায় তৈরি হল বেঙ্গল আইস কোম্পানি, যারা কৃত্রিম বরফ তৈরি করত। এরও অনেক পরে ঘরে ঘরে সুলভ হল বরফ। তবে সে এক অন্য গল্প।

নড়বড়ে হচ্ছে সংসারের বন্ধন

বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়, পরিবার দিবস পালন তেমনই একটি প্রয়াস। তবে ঘটা করে কোনো নির্দিষ্ট দিন মাস বছর নয়, বরং প্রত্যেক দিনই আসলে পরিবার দিবস। আধুনিক সময়ে এসে মাত্র দুই যুগ ধরে আন্তর্জাতিকভাবে পরিবার দিবস পালন করা হচ্ছে, তবে পরিবারের বয়স কিন্তু দুই যুগ, দুই শতাব্দী বা দুই সহস্রাব্দ নয়।

পরিবার হচ্ছে আদিম যুগের আদিম প্রতিষ্ঠান, মানবসভ্যতার মৌলিক প্রতিষ্ঠান, সৌহার্দ্য-ভালোবাসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। অস্তিত্বের প্রয়োজনে আদিম যুগে মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে বাস করার প্রবণতা ছিল, সেখান থেকেই মূলত পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি। তখন থেকেই সমাজ গঠনের বিশ্বস্ত ও মৌলিক একক হিসেবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে পরিবার।

আধুনিক যুগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জোয়ারে পারিবারিক বন্ধন ক্ষয়িষ্ণু। মানুষের পবিত্র আশ্রয়ের অদ্বিতীয় এই সংগঠনটি ভেঙে যাচ্ছে ঠুনকো কারণে, মাঝে মাঝে সভ্যতার এই আদি প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠছে সহিংসতার ভয়ংকর রণক্ষেত্র। পারিবারিক বন্ধন হাল্কা হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক অস্থিরতা ও সহিংসতা- যা নিশ্চিতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে সংক্রমিত হচ্ছে। বলতে গেলে আজ বিশ্বব্যাপী যে অস্থিরতা, তার শিকড় প্রোথিত এই পারিবারিক অস্থিরতায়। সভ্যতার শুরুই হয়েছে যে সংগঠনটিকে কেন্দ্র করে, সেই সংগঠনের ক্রমবর্ধমান অকার্যকারিতা দেখেই হয়তো আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসের ভাবনা মাথায় এসেছে। জাতিসংঘের নির্দেশনায় প্রতি বছর ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। পারিবারিক বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়করণ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিই এ দিবস পালনের লক্ষ্য।

সমাজের মৌলিক ভিত্তিই হলো পরিবার। পরিবারেই শিশু পায় ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশনা, মূলত জীবন গড়ে ওঠে এখান থেকেই। মানুষের সর্বপ্রথম বিদ্যাপীঠও বলা হয় পরিবারকে। শিশুর মনোজগৎ প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের ধরন, প্রথা-রীতিনীতি এসবের ওপর ভিত্তি করে শিশুর জীবন-আচরণ গড়ে ওঠে। মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অন্তরকে বিকশিত করা সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণাবলি নিহিত রয়েছে পরিবারের মধ্যেই।

এক সময় পরিবার বলতে যৌথ পরিবারকেই বোঝাত এবং সব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই পরিবার। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক বা নিউক্লিয়ার পরিবার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ এর জন্য দায়ী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও পরিবারের কাঠামো আগের মতো নেই। সময়, জীবন, জীবিকা, মানসিকতা ও মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিক কারণে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। মা-বাবা, ভাইবোন, দাদা-দাদি সবাই মিলে যে সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ ছিল তা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে পারিবারের ধরন ও ভূমিকায় যে পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে সামাজিক স্থিরতার বিপরীতে সামাজিক অবক্ষয়ই ঘটছে বলে-কয়ে। ভয়ংকর ব্যাপারটি হচ্ছে, উন্নত জীবনযাপন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দোহাই দিয়ে এই অবক্ষয়কে আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছি। একান্নবর্তী পরিবারের বদলে এখন ফ্ল্যাটভিত্তিক পরিবারের বিকাশ ঘটেছে। এই ছোট ফ্ল্যাটে পরিবার হয়ে আসছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। আত্মীয়দের মধ্যে আত্মায় আত্মায় টানাপড়েনে সামাজিক সম্পর্ক এখানে প্রায় ছিন্নভিন্ন।

এমনকি ধরেই নেওয়া হয় এসব একক পরিবারে আত্মীয়ের আগমন অহেতুক বিড়ম্বনা। বাবা-মায়েরও স্থান হয় না এসব ফ্ল্যাট পরিবারে। আগে যেসব কাজকে পারিবারিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো, এখন তা পরিবারের বাইরেই হয়। কারো অসুখ হলে পারিবারিক সেবার চেয়ে হাসপাতালকে প্রাধান্য, শিশুদের লালন-পালন করতে মাতৃক্রোড়ের চেয়ে চাইল্ডকেয়ার সেন্টারকে প্রাধান্য, বৃদ্ধদের পারিবারিক যত্নআত্তি করার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমকেই প্রাধান্য- এসব আধুনিক পরিবারের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এগুলোই নাকি আধুনিক সমাজের স্মার্টনেস! উপার্জনক্ষম সদস্যকে পারিবারিক বন্ধনের বাইরে রাখার প্রবণতা বিপজ্জনক হারে বাড়ছে। শিশু আর বৃদ্ধরা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বলেই পারিবারিক পরিধির বাইরে চাইল্ডকেয়ার সেন্টার ও বৃদ্ধাশ্রমে তাদের সময় কাটছে।

পুঁজিবাদী ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে ব্যস্ত করে তুলছে এই অজুহাতে যদি আমরা পারিবার ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু ধারাকে গ্রহণ করি, তাহলে মানুষ আর হিংস্র প্রাণির মধ্যে পার্থক্য অচিরেই ওঠে যাবে। বাংলাদেশের পারিবারিক সহিংসতার নতুন ধারার যে চিত্র, তা অত্যন্ত আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়ের পত্রিকার পাতাগুলো পারিবারিক হিংস্রতার ভয়ংকর সব খবরে ভরা। ৩০ বছর ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংসার করে আসা স্বামী বা স্ত্রী পরকীয়ার কারণে খুন, জন্মদাতা পিতা কর্তৃক মেয়ে ধর্ষিত, পরকীয়ার কারণে নিজ সন্তানকে হত্যা, নিজ স্বার্থ হাসিলে এবং অন্যকে ফাঁসাতে আপন সন্তানকেই হত্যা, মাদকাসক্ত বা সম্পত্তির লোভে সন্তান কর্তৃক পিতামাতা হত্যা- এসব ঘটনা এখন প্রতিদিনই ঘটছে। এসব হত্যাকান্ডের ধরনগুলোও ভয়ংকর রকমের আধুনিক! সমাজ থেকে দয়া, মায়া, মানবিকতা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে; সেখানে স্থান করে নিচ্ছে অসহিষ্ণুতা, অসভ্যতা, সহিংসতা ও নৃশংসতা।

সামান্য কারণকে কেন্দ্র করে ভয়ংকর সব নিষ্ঠুরতা চলছে পরিবারের মধ্যেই। যে পরিবারকে নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন- নিরাপদ আশ্রয়, এখন সেই পরিবারই হয়ে উঠছে সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ জঙ্গল হিসেবে, অনেক ক্ষেত্রে যেন গুয়ানতানামো কারাগার! বিশ্বায়ন প্রপঞ্চের কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান সংসার ভাঙার বিষবাষ্প নিয়ে আমাদের দেশে জমজমাট ব্যবসাও করছে। কিছু ভিনদেশি টিভি চ্যানেল আমাদের এখানে অপসংস্কৃতির শিকড় এমনভাবে গেড়ে বসেছে, যেন এরা নৃশংসতা সৃষ্টির স্থায়ী পাঠশালা। এসব টিভি চ্যানেল পারিবারিক কূটজাল বিস্তারের এক গুরুতর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে পরিবারের আকার- প্রকার- কাঠামো নির্ধারণে রয়েছে পুরো একটি মন্ত্রণালয়, সহিংসতা রোধে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা আইন, রয়েছে বিভিন্ন সুরক্ষা বিধিমালা, পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে পারিবারিক আদালত, তবু এসবের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও পরিবার নামক পবিত্র আশ্রয়কে পবিত্র রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। পরিবার থেকে কোনো সন্তান যদি "কোয়ালিটি টাইম" না পায়, তবে যত শক্ত আইন-কানুনই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তা পারিবারিক সৌহার্দ্য নিশ্চিত করতে পারবে না। পারস্পরিক সময় না বের করতে পারলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য তৈরি হবে না। পরিবার নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা প্রথমেই যে কথাটি বলেন, তা হচ্ছে- "পরিবার সভ্যতার আদি বিদ্যাপীঠ"। তা-ই যদি হয়, তাহলে এই আদি বিদ্যাপীঠকেই কার্যকর এবং এখান থেকেই মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে আশা করা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। পরিবারের গুরুজনকে পরিবারের মধ্যেই রাখতে হবে, না হলে পরিবারের নবীন সদস্যরা ঐতিহ্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হবে। পরিবার মানুষের পবিত্র আশ্রয়, মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে এই আশ্রয়ের পবিত্রতা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত ঠিকানা যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে তার বৈশ্বিক ঠিকানা নিশ্চিতভাবেই অনিরাপদ হয়ে উঠবে। তাই নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজনে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সব স্তরেই সংশ্লিষ্ট সবাইর নিজ নিজ দায়িত্ব পালন জরুরি। তবে পরিবারকে উপেক্ষা করে সমাজের অন্য কোনো মাধ্যমকে যদি প্রাথমিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা হয়, তাহলে তা হবে গাছের গোড়া কেটে ডগায় জল দেওয়ার নামান্তর। এই অপকর্মটি এখন শহরজুড়ে চলছে, ক্রমেই গ্রামে বিস্তৃত হচ্ছে। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, পারিবারিক ভালোবাসার পরিধি একেবারেই ভেঙেচুরে গেছে, মূল আশঙ্কাটি হলো ভালোবাসার এই পরিধি ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে এবং সেই সংকোচনের জায়গাটি নৃশংসতা দ্বারা মহাসমারোহে দখল হচ্ছে। আগেই বলছি, পরিবার শুধু একটি দিবসের ব্যাপার নয়, পরিবার চিরকালের, চিরপবিত্রতার, চির ভালোবাসার। শুধু দিবস পালন করে পরিবারকে সুখী বা শান্তিময় করা সম্ভব নয়। তবে একটি সুন্দর পরিবার, সুখী পরিবারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। কারণ পরিবার অস্থির হলে অস্থির হয়ে পড়বে পুরো বিশ্ব। পবিত্রতার বন্ধন, মূল্যবোধের বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন, সৌহার্দ্যের বন্ধন, সততার বন্ধন, মানবিক বন্ধন- এ সবই পারিবারিক বন্ধনের বিস্তৃত রূপ। আবার বৈশ্বিক নিষ্ঠুরতা, বৈশ্বিক নৃশংসতা, বৈশ্বিক কপটতা পারিবারিক অচলতার বিস্তৃত রূপ। সুতরাং, শান্তিময় পৃথিবীর আশা করলে পরিবারের ভালোবাসা ও মমতার বন্ধনে বেঁচে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হবে অনেক কিছুর; পরিবারেরও। তবে সেই পরিবর্তন যেন মনুষ্যত্বকে নষ্ট না করে। একেকটি পরিবার যেন না হয় সহিংসতার গোলাবারুদ, একেকটি পরিবার যেন না হয় গুয়ানতানামো কারাগার। পরিবার যেন হয় সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার পবিত্র নীড়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলা বিধায়ক গোপাল রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের তরফে জনসংযোগ অভিযান চালানো হয়।

চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা ও ঋণ-কূটনীতি: ভারতের কৌশলগত উদ্বেগের নতুন মাত্রা

নয়াদিল্লি , ১২ জুলাই : দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান কৌশলগত

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভারতের জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশি সামরিক প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক করে। একই বছর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ১২ বছর পর পাকিস্তানের করাচিতে আয়োজিত 'আমান ২০২৫' নৌ মহড়ায় অংশ নেয়।

এছাড়া, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরাসরি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শুরু করে। ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে ৫০,০০০ টন চাল আমদানি করবে।

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতার মাঝে নতুন কৌশলগত খেলোয়াড় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তুরস্ক। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্প প্রধান হালুক গোরগুন চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় বৈঠক করেন। তুরস্ক এর আগে বাংলাদেশে ড্রোন সরবরাহ করেছে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা দিয়েছে। এই সামরিক এবং মানবিক সম্পর্কের মাধ্যমে তুরস্ক এখন ভারতের পূর্ব সীমান্তেও তার উপস্থিতি জোরদার করছে বিষয়টি দিল্লির জন্য অস্বস্তিকর।

ভারতের পশ্চিম সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তার দিক থেকে উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পূর্ব সীমান্তেও চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-তুরস্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এক নতুন কৌশলগত ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করেছে। সিডিএস জেনারেল চৌহান বলেন, "এই জোট কেবল রাজনৈতিক নয়, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবেও ভারতের প্রভাব খর্ব করতে পারে। যেসব দেশ অর্থনৈতিক দুর্দশায় ভুগছে, তাদের এই দুর্বলতাকে ব্যবহার করে বহিরাগত শক্তি প্রভাব বিস্তার করছে এবং এতে ভারতের কৌশলগত ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে।"

চীনের ঋণ-কূটনীতি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা এবং তুরস্কের আগ্রাসী ভূমিকায় ভারতের চারপাশে এক নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে।

এই মুহূর্তে ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কূটনৈতিক পরিশীলনের মাধ্যমে নিজের স্বার্থ রক্ষা করা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্ব ধরে রাখা, যেখানে এখন একাধিক শক্তির কৌশলগত খেলা শুরু হয়েছে।

দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে চীন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতকে এক জটিল ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। চীনের সুপরিচিত ''ঋণ-কূটনীতি'' ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে কার্যত ''অধীন রাষ্ট্রে'' পরিণত করেছে। একই কৌশল বর্তমানে বাংলাদেশে প্রয়োগ হচ্ছে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর থেকে।

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এই বিষয়টি তুলে ধরেন এবং বলেন, "চীন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বার্থের এক ধরণের সাযুজ্য তৈরি হচ্ছে, যা ভারতের নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠতে পারে।" চীন বহুদিন ধরেই পাকিস্তানে তার প্রভাব জোরদার করেছে। চীনের ঋণ ও সামরিক সরঞ্জাম ছাড়া পাকিস্তানের অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যত অচল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ৮০ শতাংশ অস্ত্র আসে চীন থেকে এবং বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, পাকিস্তানের চীনা ঋণ পরিশোধে সময় লাগতে পারে প্রায় ৪০ বছর।

চলতি বছর মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে 'অপারেশন সিন্ধুর'-এ সংঘর্ষের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং অভিযোগ করেন, চীন পাকিস্তানকে "সক্রিয় সামরিক সহায়তা" দিয়েছে। যদিও বেইজিং এই অভিযোগ অস্বীকার করে, কিন্তু পর্যবেক্ষকদের মতে, ওই সংঘর্ষে চীনা অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেটি একটি ''লাইভ টেস্টিং গ্রাউন্ড" হয়ে উঠেছিল চীনের নতুন সামরিক প্রযুক্তির জন্য।

২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অস্থির হয়ে ওঠে। সেই সময় থেকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্রমেই চীনের প্রতি ঝুঁকছে।

বাংলাদেশ সরকার ২০২৩ সালে এইডডাটা -এর হিসাব অনুযায়ী চীনের কাছ থেকে প্রায় ৬.১ বিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করেছে। এসব অর্থ ব্যয় হচ্ছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ -এর আওতায় পদ্মা সেতু, পায়রা বন্দর, ও কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো বড় অবকাঠামো প্রকল্পে।

২০২৫ সালের মার্চে চীন বাংলাদেশকে আরও ২.১ বিলিয়ন ঋণ দেয় এবং ঋণের মেয়াদ ২০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করা হয়। এমনকি ২০২৪ সালেই বাংলাদেশ ৫ বিলিয়ন সফট লোন চেয়েছিল চীনের কাছে, যা দেশের ডলার রিজার্ভ রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

শেখ হাসিনা ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন এবং তাঁর সময় বাংলাদেশ একটি ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি অনুসরণ করেছিল চীন ও ভারতের মধ্যে। কিন্তু হাসিনার পতনের পরপরই তাঁর ভারতের দিল্লিতে স্বেচ্ছানির্বাসন নেয়া, ঢাকার বর্তমান সরকারের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্কে অস্বস্তি তৈরি করেছে।

সম্প্রতি চ্যাথাম হাউস -এর ২০২৫ সালের জুন মাসের এক জরিপে দেখা গেছে, ৭৫ বাংলাদেশি চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল, যেখানে মাত্র ১১ ভারতকে ইতিবাচকভাবে দেখেন। এতে ইঙ্গিত মেলে যে, হাসিনাকে ঘিরে ভারতের ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে।

রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক সেমিনার আগামীকাল

আগরতলা, ১২ জুলাই।।রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট -এর অধীনে, আগরতলা রোটারি ক্লাব থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ ও সচেতনতা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা সেমিনার আয়োজন করছে। ত্রিপুরায় থ্যালাসেমিয়া হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত নির্মূল করার লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

একই সাথে সিকিম সহ ৮টি উত্তর-পূর্ব রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে এর প্রভাব সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এই সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ১৪ জুলাই, সোমবার, বিকেল তিনটায় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসর) ডাঃ মানিক সাহা, মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব গিত্যে কিরণ কুমার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা (প্রফেসর) ডাঃ তপন মজুমদার, পরিবার কল্যাণ ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, রোটারি জেলা গভর্নর রোটারিয়ান ড. কামেশ্বর সিং এলামবাম, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, সহকারী গভর্নর সুবীর সোম এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার উদ্যোগে কলকাতার নেতাজি সুভাষ ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। সেমিনারে একটি বৈজ্ঞানিক অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হবে।

যেখানে খ্যাতনামা চিকিৎসকবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। দর্শকদের জন্য থাকবে একটি ইন্টার অ্যাক্টিভ ওপেন কুইজ।

সন্ধ্যায় আয়োজিত ব্রেইনস্টর্মিং সেশনে জেলার বিভিন্ন রোটারি ক্লাবের সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেবেন। রাত সাড়ে সাতটায় এক বিশেষ ইনস্টলেশন অনুষ্ঠানে এক বছরের জন্য পুরানো কমিটিকে বিদায় জানিয়ে নতুন পরিচালন বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবে।

আজ, শনিবার বিকেলে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। সম্মেলনে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার সভাপতি রোটারিয়ান কিশলয় ঘোষ, সচিব রোটারিয়ান ড. প্রিয়নাথ দাস সহ সংশ্লিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ-এ শুরু হচ্ছে শল্যকন ২০২৫" তিনদিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারে ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ, নয়াদিল্লি আগামীকাল থেকে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার 'শল্যকন ২০২৫' আয়োজন করতে চলেছে, যা চলবে ১৩ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। এই সেমিনারটি আয়োজিত হচ্ছে সুশ্রুত জয়ন্তীর পবিত্র উপলক্ষে, যা প্রতি বছর ১৫ জুলাই পালিত হয়। আচার্য সুশ্রুত, যাঁকে শল্য চিকিৎসার জনক হিসেবে গণ্য করা হয়, তাঁর অবদানকে সম্মান জানাতেই এই বিশেষ আয়োজনে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক, গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের সমাবেশ ঘটবে।

শল্যকন ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শ্রী প্রতাপরাও গণপতরাও জাধব, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, আয়ুষ মন্ত্রক। তাঁর সঙ্গে অতিথি হিসেবে থাকবেন বৈদ্য রাজেশ কোটেচা, সচিব, আয়ুষ মন্ত্রক; প্রফেসর সঞ্জীব শর্মা, উপাচার্য, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ, জয়পুর; এবং প্রফেসর (ড.) তনুজা নেসারি, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদ, জামনগর। এই সেমিনারটি আয়োজিত হচ্ছে এআইআইএ-এর শল্যতন্ত্র বিভাগের উদ্যোগে, প্রফেসর (ড.) যোগেশ বাদভের নেতৃত্বে, এবং এটি ন্যাশনাল সুশ্রুত অ্যাসোসিয়েশনের ২৫তম বার্ষিক সম্মেলনের অংশ।

এই তিন দিনের অনুষ্ঠানে থাকছে সরাসরি অস্ত্রোপচারের প্রদর্শন, যেখানে ১৩ জুলাই ১০টি এন্ডোস্কোপিক ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি এবং ১৪ জুলাই ১৬টি অ্যানোরেকটাল শল্য চিকিৎসা লাইভ অপারেশনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা এই লাইভ সার্জারিগুলির মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, সেমিনারে থাকছে বৈজ্ঞানিক অধিবেশন ও প্লেনারি সেশন যেখানে আলোচিত হবে জেনারেল ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি, ক্ষত ব্যবস্থাপনা ও উপশল্য পদ্ধতি, অ্যানোরেকটাল চিকিৎসা, অস্থি-সন্ধি-মর্ম চিকিৎসা এবং সার্জারিতে উদ্ভাবনী গবেষণা। শেষ দিনে উপস্থাপিত হবে ২০০-রও বেশি মৌখিক ও পোস্টার প্রেজেন্টেশন, যেখানে গবেষকরা তাঁদের কাজ উপস্থাপন করবেন। শল্যকন ২০২৫-এর মূল থিম 'উদ্ভাবন, সংহতি ও প্রেরণা', যা আয়ুর্বেদিক শল্যচিকিৎসায় ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংমিশ্রণকে তুলে ধরবে। সারা দেশ থেকে প্রায় ৫০০ জন বিশেষজ্ঞ, সার্জন, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিদিন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনারও আয়োজন থাকবে, যা ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করবে।

এআইআইএ-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রফেসর (ড.) মঞ্জুষা রাজগোপালা জানান, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এআইআইএ বিশ্বজুড়ে আয়ুর্বেদের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শল্যকন ২০২৫ আমাদের ঐতিহ্যবাহী শল্যচিকিৎসাকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে একীভূত করে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এক অভিনব প্রয়াস।"

PNIET No:-09/EE/DWS-I/2025-26 dated 08-07-2025
Single bid percentage rate e-tender is invited for 2(two) nos. works viz.

1. Operation & maintenance of Different Sluice valves under Different OHT within the jurisdiction of G.S. Section and S.B. Section under DWS Sub-Division No.-I, Collegetilla, Agartala during the year 2025-26 / SH: Providing and fitting fixing of butterfly valves, mtc. of different Sluice Valve etc in different OHT within the jurisdiction of G.S. Section and S.B. Section under DWS Sub-Division No.-I, Collegetilla, Agartala during the year 2025-26.Job No.TR08/SE/TJB/2025-2026
DNIET No.: 12 /EE/DWS-I/2025-26
2. Operation & maintenance of Different DTW Schemes & conventional IRP including providing and fitting fixing of different electrical equipments, mtc. of starter, main switch etc. within the jurisdiction of G.S Section and S.B. Section under DWS Sub-Division No.-I, Collegetilla, Agartala during the year 2025-26.Job No.TR 09/SE/TJB/2025-2026
DNIET No.: 13 /EE/DWS-I/2025-26
Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 21-07-2025
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal@gmail.com.
(For and on behalf of Governor of Tripura)
ICA/C/1408/25

Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala, Tripura (W).

PNIe-T NO:- 55 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated :07/07/2025
The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturer /authorized dealers

Sl No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEES	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Vertical extension of college of Veterinary Science & Animal Husbandry at RK Nagar, West Tripura/Vertical extension of Academic block (part of third floor) under RIDF (NABARD) during the year 2021-22 & Academic Block (Remaining part of the third floor, lift block of 4th floor & lift machine room at 5th floor, Administrative block (first floor),Boys Hostel (second floor) Girls hostel (second floor) under special Assistance capital/SH: Building portion including internal water supply & sanitary installation./ SH: Providing, installation & commissioning of 02 (Two) nos. Machine Room Less (MRL) lift of 13(Thirteen) passenger (884 KG) Capacity passenger elevator up to (G+4) level at Academic Block of College of Veterinary Science & Animal Husbandry at RK Nagar, West Tripura. DNIeT No.12 /B/TS/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26.	Rs 51,86,092.00	Rs 1,03,722.00	Rs 4,000.00	365(Three Hundred & Sixty Five) days	Up to 15.00 Hrs on 22/07/2025.	At 15.30 Hrs on 22/07/2025.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1410/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

PNIe-T No:- 09/PNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	Providing BIS certification marked Alumino Ferric (Grade- 4 of IS 299:2012, Fifth Revision with latest amendment) for use of different SWTPs under DWS Division, Belonia during the year 2025-26. DNIT No. : 55/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 23,81,584.00	₹ 47,632.00	Upto 3.00 P.M on 21.07.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 21.07.2025 if possible

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be https://etenders.gov.in/eprocure/app seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivision belonia@gmail.com/eedwsdivbln@yahoo.in
For and on behalf of Governor of Tripura.
ICA/C/ 1414 125

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division,
Belonia, South Tripura District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/34/2025-26
dated: 10/07/2025
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/42/2025-26	₹ 796,037.00	₹ 15,921.00	60 (Sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 30/07/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 30/07/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1403/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 7005285482

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

চল্লিশ পেরোলে কেমন হবে আই মেকআপ

চোখের মেকআপ করা অত সহজ নয়। সামান্য ত্রুটি হলেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে গোটা সাজটাই। তাই চোখের মেকআপ করতে অনেককেই সমস্যায় পড়তে হয়। কখনও দু'চোখে কাজল-আইলাইনারের টান সমান হয় না, কখনও আবার চোখ আইশ্যাডো ভাল করে মেশে না। আবার ৪০ পেরিয়ে গিয়েছে যে মহিলাদের, তাঁরা ভাবেন চোখের মেকআপ ঠিক কেমন হলে বয়সের ছাপ বোঝা যাবে না তেমন ভাবে।

পার্টি হোক, বিয়েবাড়ি বা বন্ধুদের নিয়ে সান্ধ্য আড্ডা জেনে নিন চোখের সাজ কী ভাবে নিখুঁত ও আকর্ষণীয় হবে। ১) আই প্রাইমার- মুখের মেকআপে প্রাইমার যতটা গুরুত্বপূর্ণ, চোখের সাজে ততটাই জরুরি আই প্রাইমার। প্রাইমার চোখের উপরের ত্বককে আরও সুন্দর, কোমল করে তোলে। এতে চোখের মেকআপও দীর্ঘ ক্ষণ স্থায়ী হয়। ২) কনসিলার- চোখের কোলে কালি থাকলে চোখ দেখতে আরও ছোট ও ক্লান্ত লাগে। তাই মেকআপ শুরু করার আগে কনসিলার দিয়ে চোখের কোলের কালি ঢাকা ভীষণ জরুরি। এতেই চোখ দেখতে কিছুটা বড় লাগবে।

৩) ভ্রুর রূপটান- ভ্রুর রঙের চেয়ে দু'শেড ও এক শেড হালকা দু'টি ব্রো পেনসিল কিনবেন। কখনওই তা মাথার চুলের রঙের চেয়ে চড়া হবে না। গাঢ় পেনসিলটা দিয়ে ছোট ছোট টানে মনের মতো করে ভ্রুর সীমানা আঁকুন। হালকা পেনসিল দিয়ে ফাঁকগুলো ভরাট করুন। যেখানে ভ্রুর গ্রোথ পাতলা, সেখানে হালকা পেনসিলটা একটু জোরে ঘষবেন। ভ্রু যদি খুব ঘন হয়, তা হলে আইব্রাও জেল লাগিয়ে নিতে পারেন।

৪) আইশ্যাডো- আইশ্যাডো দিয়ে চোখের অবস্থানগত কোনও ত্রুটিও সাময়িক ভাবে আড়াল করা যায়। যেমন দুটো চোখের অবস্থান যদি স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশিই কাছাকাছি থাকে, তবে দু'চোখের দূরত্ব বেশি দেখানোর জন্য ওপরের পাতার মাঝখান থেকে বাইরের দিকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উপরের দিকে শ্যাডো টানতে হয়। কোন সময়ে ও কী উপলক্ষে সাজছেন, সেই অনুযায়ী আইশ্যাডো নির্বাচন করুন। দিনের বেলায় হালকা শ্যাডোই ভাল। তবে রাতের বেলায় বা পার্টিতে চোখকে বড় দেখাতে চোখের বাইরের দিক থেকে আই বোনের দিকে গাঢ় শ্যাডো লাগান। সাদা, সিলভার, গোল্ডেন, ব্রোঞ্জ কিংবা ন্যুড শেডের আইশ্যাডো ব্যবহার করা যেতে পারে। ৫) আই লাইনার- চোখের পাতায় মোটা করে আইলাইনার লাগাবেন না। চোখের নীচের অংশে আইল্যাশের ভিতর দিকে আইলাইনার লাগাবেন না। আইল্যাশের বাইরে দিয়ে লাগান। আইলাইনার টেনে পরবেন না। ৬) কাজলের টান- চোখ বড় দেখানোর জন্য কেবল ওয়াটার লাইনে অর্থাৎ চোখের নীচের অংশে কাজল লাগালে চলবে না, উপরের ল্যাশ লাইনে অর্থাৎ চোখের উপরের পাতা বরাবরও কিন্তু কাজল লাগাতে হবে। ৭) মাস্কারা- ঘন করে অন্তত দুই থেকে তিন কোট মাস্কারা লাগান। নকল আইল্যাশও লাগাতে পারেন। তবে দেখতে যেন খুব বেশি উগ্র না লাগে।

কী ভাবে ঘর পরিষ্কার করলে অসুস্থতার ঝুঁকি কমবে?

ধুলোবালির কবল থেকে বাড়িঘর রক্ষা করা যে কতটা কঠিন, যাঁরা নিয়মিত এই দায়িত্ব পালন করেন, একমাত্র তাঁরা জানেন। রাস্তার পাশে বাড়ি হলে তো কথাই নেই। সারা ক্ষণই ঘরের মধ্যে ধুলোঝড় চলে। ঘরের কোণে কোণে সেই ধুলো জমে যায়। আসবাবপত্রের গায়েও লেগে থাকে ধুলোকণা। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতেই পায়ের তলায় ধুলোর পুরু আস্তরণ জমে যায়।

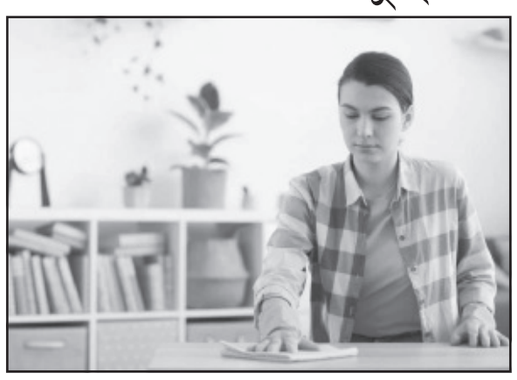

অনেকেরই "ডাস্ট অ্যালার্জি" আছে। ধুলোবালি নাকে গেলে শ্বাস নিতে কষ্ট। তাই বাড়িঘর ধুলোবালি মুক্ত রাখা জরুরি। নিয়ম করে পরিষ্কার করেও সব সময় তা সম্ভব হয় না। তাই ধুলো আটকানোর অন্য উপায় খুঁজতে হবে। ১) ঘরে যে ধুলো জমে, তার সিংহভাগটাই বাইরে থেকে আসে। তাই ঘরে যাতে ধুলো ঢুকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য ঘরের দরজা এবং জানলা বন্ধ করে রাখতে পারলে ভাল। বাড়ির পাশেই রাস্তা হলে সমস্যা বেশি। সে ক্ষেত্রে রাস্তার দিকের দরজা-জানলা আটকে রাখাই শ্রেয়। ২) জামাকাপড় এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজ থেকে তন্তু খসে উড়ে বেড়ায়। এগুলিই ধুলো হিসাবে বিভিন্ন জিনিসের উপর জমা হয়। তাই জামাকাপড় বা কাগজ এ দিক-ও দিক ফেলে রাখবেন না। নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখুন। তাতে ধুলোর পরিমাণ খানিকটা হলেও কমবে।

৩) ঘুম থেকে ওঠার পর বিছানার চাদর ঘরের মধ্যে ঝাড়বেন না। ব্যালকনিতে গিয়ে এই কাজগুলি করলে ভাল। তা হলে ঘরের মধ্যে আর ধুলো পড়বে না। তা ছাড়া বাইরে থেকে কিছু কিনে এনে সেগুলি বাইরে গিয়ে পরিষ্কার করাই শ্রেয়।

৪) বাড়িতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করেন অনেকেই। কিন্তু তাতে হেপা ফিল্টার আছে কি না, দেখে নিন। কারণ, এই ফিল্টার ধুলোকে শোষণ করে নেয়। বাতাসে উড়তে দেয় না।

"ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং" করে ওজন ঝরানোর যায়

চটজলদি ওজন ঝরাতে ইদানীং বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখাদেখি অনেকেই এখন ভরসা রাখছেন "ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং" ডায়েটের উপর। এই ডায়েটে খাবারের ক্ষেত্রে তেমন কড়া বিধি-নিষেধ থাকে না বলেই হয়তো এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এই ডায়েটে দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় খাবার খেয়ে ফেলতে হয়।

আর বাকি সময়টা উপোস করেই কাটাতে হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে সঠিক কায়দায় "ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং" মেনে চললে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোলেস্টেরল হ্রাস পায় এবং শরীরও থাকে চাঙ্গা। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার খেলে বিপাক হারও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে ক্যালোরিও কম যায় শরীরে। এই ডায়েটের ফলে মেদ ঝরে দ্রুত। অনেকেই আছেন যাঁরা পুষ্টিবিদের পরামর্শ মেনে এই ডায়েট শুরু করেন না। নেট দেখেই ডায়েট করতে শুরু করেন। দিনের পর দিন ডায়েট করেও সে ক্ষেত্রে সুফল মেলে না। জেনে নিন, ভুলটা কোথায় হয়।

১) এই ডায়েটে খাবার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে খুব বেশি বিধিনিষেধ থাকে না। তাই বলে এই ডায়েট চলাকালীন অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে নিলে কিন্তু চলবে না। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস মেনে চলতে হবে। এই ডায়েট চলাকালীন প্রচুর শাকসব্জি, মাছ-মাংস এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তবে সবই খেতে হবে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায়। আপনি যতটা পরিমাণ ক্যালোরি গ্রহণ করছেন সেই পরিমাণ ক্যালোরি খরচ হচ্ছে কি না সেটাও লক্ষ রাখা যে কোনও ডায়েটের ক্ষেত্রেই ভীষণ জরুরি। ২) অনেকেই ধারণা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাবার সারতে পারলেই বুঝি এই "ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং" করা হয়। এই ডায়েট কিন্তু অনেক ধরনের হয়। এই ডায়েট করার সময় পুষ্টিবিদরা অনেককেই দিনে কেবল এক বার খাওয়ার পরামর্শ দেন। অনেকের ক্ষেত্রে আবার ঠিক কত ঘণ্টা অন্তর কতটা পরিমাণ খাবার খাবেন তা-ও বেঁধে দেওয়া হয়। তাই আপনার শরীরের জন্য ঠিক কোন প্রকার ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-এর প্রয়োজন, তা একমাত্র পুষ্টিবিদই বলতে পারেন। ৩) যে কোনও ডায়েট করলে শুরুর দিকে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয়। আর এই সমস্যার জন্যই অনেকেই "ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং" দীর্ঘ দিন চালিয়ে যেতে পারেন না। ফলে ওজন ঝরানোর স্বপ্ন অধরাই থাকে যায়। এই সমস্যা এড়াতে প্রচুর জল খেতে হবে আর ডায়েটে যেন পর্যাপ্ত মাত্রায় ফাইবার থকে সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

৪) এই ডায়েটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলতে হয়। তবে সেই সময় খাওয়াদাওয়ায় ফাঁকি দিলে কিন্তু চলবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অল্প অল্প করে বেশি বার খাওয়ার খাওয়ার চেষ্টা করুন, সেই সময় খালি পেটে থাকলে চললে কিন্তু মুশকিল। ৫) খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবারের সঠিক ভারসাম্য রাখা ভীষণ জরুরি। সুষম খাদ্য না খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, সখন কিন্তু খুব বেশি দিন এই ডায়েট চালাতে পারবেন না।

সাপ্লিমেন্ট সব সময়ে শরীর ভাল করে না

পেশিবহুল সুঠাম শরীর পেতে অথবা ত্বক ও চুলের জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই বিভিন্ন রকম সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করেন। কোনওটা খাওয়ার, কোনওটা ত্বকে মাখার। পুষ্টিবিদেরা বলেন, সব সাপ্লিমেন্ট সকলের শরীরের জন্য সঠিক না-ও হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনী চমকে ভুলে আমরা যাচাই না করেই এবং চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ না নিয়েই এই সব সাপ্লিমেন্ট কিনে ব্যবহার করতে শুরু করি।

ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। এমনও দেখা গিয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই নিজে থেকে দীর্ঘ দিন কোনও সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার ফলে মারাত্মক সব অসুখে ভুগতে হয়েছে।

এখন জেনে নিন কোন সাপ্লিমেন্টে কী ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর বেশির ভাগই আমাদের চেনা এবং প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই থাকে।

১) ভিটামিন ই- ভিটামিন ই আমরা কমবেশি সকলেই ব্যবহার করেছি। এই ভিটামিনে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকার জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অনেকেই ভিটামিন ই ক্যাপসুল খেয়ে থাকেন। আবার ত্বক ও চুলের জেল্লা বাড়াতেও ভিটামিন ই ক্যাপসুলের ব্যবহার হয়। চিকিৎসকেরা বলছেন, ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্ট সকলের জন্য নয়। দীর্ঘ দিন ব্যবহার করলে ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। হার্টের ছন্দ বিগড়ে যেতেও পারে। আচমকাই হেমারেজিক স্ট্রোক হতে পারে। শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এক জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সারা দিনে ১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই দরকার হয়, সেটা সুষম খাবার থেকেই নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদেরা।

বদলে কী খেতে পারেন-আমন্ড, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, সূর্যমুখীর বীজ, মাছ, লাল ক্যাপসিকাম, ফলের মধ্যে অ্যাভোক্যাডো, আম, কিউফি ফলে ভিটামিন ই থাকে। সাপ্লিমেন্টের বদলে এগুলি খেতে পারেন।

২) বিটা ক্যারোটিন- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিটা ক্যারোটিন খুবই উপকারী। বিটা ক্যারোটিন স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। শরীরের পেশিকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করে। কিন্তু বিটা ক্যারোটিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়া একেবারেই ভাল নয়। গবেষণা বলছেন, যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁরা যদি নিয়মিত বিটা ক্যারোটিন সাপ্লিমেন্ট খেতে থাকেন, তা হলে ফুসফুসের ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

বদলে কী খেতে পারেন- গাজর, বিট, বাঁধাকপি, পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন থাকে। তাই এই সব্জিগুলি রোজের ডায়েটে রাখতে বলেন পুষ্টিবিদেরা।

৩) ক্যালশিয়াম- হাড়ের জোর বাড়ায় ক্যালশিয়াম। আর্থারাইটিস, অস্টিয়োপোরসিসের মতো বাতের ব্যথা-বেদনা হলে ক্যালশিয়াম বেশি করে খেতে বলেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট মুঠো মুঠো খেলে তার থেকে হার্টের রোগ হতে পারে বলে সাবধান করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট খেলে রক্ত জমাট বাঁধার রোগ হতে পারে।

বদলে কী খেতে পারেন- এক জন প্রাপ্তবয়স্কের দিনে ১০০০ থেকে ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম জরুরি। সাপ্লিমেন্টের বদলে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, দই, চিজ, আমন্ড, সবুজ শাকসব্জি, রাগি, সয়াবিন, মাছ, ছোলা, বাদাম খাওয়া যেতে পারে।

৪) আয়রন- শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলেই রক্তাল্পতা দেখা দেবে। আয়রনের কাজই হল শরীরের কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া। তাই আয়রন আছে এমন শাকসব্জি, ফল বেশি করে খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। আয়রনের ঘাটতি মেটাতে সুষম খাবারের বদলে অনেকেই আয়রন ট্যাবলেট বা বাজারচলতি বিভিন্ন রকম সাপ্লিমেন্ট নিয়ে থাকেন। এর ফলও হয় মারাত্মক। গবেষণা বলছে, বেশি মাত্রায় আয়রন সাপ্লিমেন্ট শরীরে ঢুকলে তার থেকে হার্ট ও লিভারের ক্ষতি হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোষ- কলা নষ্ট হতে শুরু করে।

বদলে কী জরুরি- শরীরে আয়রনের ঘাটতি হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করিয়ে জেনে নেওয়া জরুরি। তার পর চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদের পরামর্শ মতো ওষুধ ও ডায়েট ঠিক করতে হবে। রোজের খাবারে পালং শাক, কুমড়োর বীজ, ব্রকোলি, ড্রাই ফ্রুট (যেমন কিশমিশ), অ্যাপ্রিকট, বাদাম, ডালিম, কলা, আপেল রাখলে ভাল। মুসুর ডাল, মটরশুঁটি, ছোলা, মুরগির মাংসে ভাল পরিমাণে আয়রন থাকে।

৫) সেন্ট জনস ওর্ট- এটি এক ধরনের ভেষজ সাপ্লিমেন্ট, যা মানসিক অবসাদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। মানসিক চাপ বা অবসাদ কমালেও এই ওষুধের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। সেন্ট জনস ওর্ট বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। যদি কেউ হার্টের রোগের ওষুধ, ডায়াবিটিসের ওষুধ খান অথবা গর্ভনিরোধক পিল খান, তা হলে এই সব ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে দিতে পারে সেন্ট জনস ওর্ট সাপ্লিমেন্ট। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়া একেবারেই ঠিক হবে না।

৬) কাভা- কাভাও এক রকম ভেষজ সাপ্লিমেন্ট, যা মানসিক রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে। মানসিক চাপ, উদ্বেগ কমাতে এই সাপ্লিমেন্ট খেয়ে থাকেন অনেকে। চিকিৎসকদের দাবি, দীর্ঘ দিন ধরে কাভা খেয়ে গেলে তার থেকে লিভারের রোগ, হেপাটাইটিস, ফ্যাটি লিভার হতে পারে। এমনকি, কাভার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় লিভারের জটিল অসুখ লিভার সিরোসিস হতেও দেখা গিয়েছে। তাই সাপ্লিমেন্টের বদলে মানসিক চাপ কমাতে সুষম ডায়েট, শরীরচর্চা ও নিয়ম করে মেডিটেশন করারই পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদেরা।

ব্রণ বলে দেবে শরীরে কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে কি না

ত্বকের সঠিক যত্নের অভাব, অত্যধিক তেল-মশলাজাত খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়ার মতো বিভিন্ন কারণে ত্বক ব্রণয় ভরে যায়। তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে ব্রণের পরিমাণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন বয়সের মানুষ ব্রণর সমস্যায় নাজেহাল। ব্রণ নিয়ে মেয়েদের ঝক্কি খানিক বেশি হলেও, ছেলেরাও কম ভোগেন না। আর ব্রণ যখন-তখন জেগে ওঠে।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মুখের যে অংশ ব্রণহীন ছিল, ঘুম থেকে উঠে দেখলে সেখানেই ব্রণ উঠেছে। অথচ ব্রণের ভয়ে কিছু দিন যাবৎ বাইরের খাবার খাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তা হলে হঠাৎ এই ভোগান্তি কেন? মুখের বিভিন্ন অংশে ব্রণ হওয়ার আলাদা আলাদা কারণ রয়েছে। বিষয়টি কী? নাকে ব্রণ-তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তেলতেলে থাকে নাক। তাই নাকে ব্রণ হওয়ার কারণ সেটাই ধরে নেওয়া হয়। সেটাই একমাত্র কারণ নয়। লিভারে কোনও সমস্যা থাকলে এমন হতে পারে। আবার উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও নাকে ব্রণ হয়। গলা-অনেকের গলাতেও ব্রণ হয়। গলায় ব্রণ হওয়ার কারণ হল হরমোনজনিত সমস্যা। হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে গলায় ব্রণ ভরে যায়। উদ্বেগ থেকেও এমন হতে পারে। কোনও কারণে অত্যধিক চিন্তা করলে গলায় ব্রণ হয়। থুতনি- থুতনিতেও অনেকের ব্রণ হয়। হরমোন ক্ষরণ এবং নিঃসরণে ভারসাম্য না থাকা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব থুতনিতে ব্রণ হওয়ার নেপথ্য কারণ হতে পারে। এ ছাড়া, হজমের গোলমাল থাকলেও থুতনিতে ব্রণ হয়। হরমোনাল থেরাপি করালে এবং ত্বকের সঠিক যত্ন নিলে এ সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। চোয়াল- হজমের গোলমাল থাকলে, হরমোনজনিত কোনও সমস্যা হলে কিংবা অনিয়মিত ঋতুস্রাবের কারণেও চোয়ালে ব্রণ হয়। অনেক সময়ে আঁটসাঁট পোশাক পরলেও চোয়ালে ব্রণ হয়। আবার জন্ম নিয়ন্ত্রক ওষুধ খেলেও চোয়ালে ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উল্টো রথের মেলা

রতন দাস

উল্টো রথের মেলা বসেছে
দীঘির দক্ষিণ পাড়ে,
যবেই গেছি দেখতে সেথা
ঢিল ছুরিল ঘাড়ে।
আম-আনারস
নারকেল- কলা
নানান ফলের বৃষ্টি,
দেব জগন্নাথ চড়েছে রথে
প্রাচীন ঐতিহ্যর কৃষ্টি।
নিম কাঠের তৈরী রথ
ভারী ভারী চাকা,
লোক জমানো জমজমাটে
কোথাও নেই আর ফাঁকা।
শিশু-বৃদ্ধ, বাল-বণিতা

দোকানি আসবাবপত্র,
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি তবু
মাথায় কারো নেই ছত্র।
ভিজছে সবাই উৎসুক মনে
টানছে রথের দড়ি,
কট-কট শব্দে এগিয়ে যাচ্ছে
জগন্নাথের গাড়ি।
একটি কোনে নিস্তব্দতা
সকলে রয়েছে চুপ,
মুখে সবার ফুচকা ঠুসানো
পাশে ঝালমটরের স্তূপ।
কিনছে যাহা ইচ্ছে মতো
আজকেই তোঃ মেলা,
কোথায় পাবে এমন সুযোগ
ফুরিয়ে গেলে বেলা।
স্টেশনারি, কামার,কুমার
খাবার যায়না গুনা,
কোথায় দীঘির চার ধার
কোথায় দীঘির কোনা।
লোকের ভিড়ে রক্ত শিরে
মজাও তেমনি বেশ,
বাড়ি যাবার মন কারো নেই
মেলা যবে নয় শেষ।

ইডলি, দোসায় তেলমশলা বিশেষ থাকে না

সকালের জলখাবারে রোজ দুধ-ওট খেতে কার ভাল লাগে? স্বাদ বদল করতে মাঝেমধ্যে দক্ষিণী খাবারও খাওয়া হয়। তেলমশলা বিশেষ নেই, পেটের জন্য ভাল। রাস্তার ধারে তৈরি রোল, চাউমিন কিংবা মোমোর চেয়ে এই ধরনের ফার্মেন্টেড খাবার যে ভাল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, আপাত ভাবে স্বাস্থ্যকর হলেও সকলের জন্য এই ধরনের মজানো বা ফার্মেন্টেড খাবার উপযুক্ত নয়।

নিয়মিত ইডলি, দোসা খেলে গ্যাস, পেটফাঁপা, ডায়েরিয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, মাপ মতো চাল, ডালের পাশাপাশি দোসা বা ইডলির মিশ্রণ ফাঁপানোর জন্য অনেকেই এর মধ্যে ইস্ট বা বিশেষ এক ধরনের ছত্রাক ব্যবহার করেন। এই ধরনের ছত্রাক থেকেই পেটের সমস্যা শুরু হয়। আয়ুর্বেদও এই ধরনের খাবার রোজ খাওয়ার বিরোধী। দোসা বা ইডলির মিশ্রণের মূল উপাদান হল চাল এবং বিউলির ডাল। এই ডালটি খুব ভারী। তা ছাড়া বিউলির ডাল খেলে অনেকেরই গ্যাস, অম্বল হয়। মজানো খাবার অন্ত্রের জন্য ভাল। কিন্তু এই ধরনের খাবার রোজ খেলে হিতে বিপরীত হতেই পারে। ইদানীং আবার কাজের সুবিধার জন্য চাল-ডাল বাটার ঝক্কি ছাড়াই ইডলি-দোসার "রেডি টু কুক" মিশ্রণ ব্যবহার করেন। এই ধরনের খাবার দীর্ঘ দিন ভাল রাখার জন্য এর মধ্যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। সেখান থেকেও সমস্যা বাড়তে পারে। ইডলি বা দোসা যদি খেতেই হয়, তা হলে কী কী মাথায় রাখবেন? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পেট ভাল রাখতে চাইলে দোসা বা ইডলির মিশ্রণ বাড়িতে তৈরি করে নেওয়াই শ্রেয়। বাজারজাত "রেডি টু কুক" মিশ্রণগুলি দীর্ঘ দিন ভাল রাখার জন্য এর মধ্যে রাসায়নিক দেওয়া হয়। এই ধরনের খাবারে নুন, চিনির ব্যবহারও বেশি। তাই সপ্তাহে দু-এক বারের বেশি এই ধরনের খাবার খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যাঁদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যা রয়েছে, তাঁরা এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চললেই ভাল।

বৃদ্ধ বয়সে হাড়ের ক্ষয় রুখতে সতর্ক হোন

বয়স বাড়লে কৃত্রিম রঙের সাহায্য পাকা চুল ঢেকে ফেলা মোটেও কঠিন কাজ নয়। তবে বয়স বাড়লে হাড়ের ঘুণ ধরা প্রতিরোধ করতে গেলে রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি আর ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চুলে রং লাগানোর মতো চটজলদি সমাধান এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। হাড়ের প্রধান উপাদান ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস।

এ ছাড়াও থাকে নানা ধরনের খনিজ। ঋতুবন্ধের পর মহিলাদের পোস্ট মেনোপজাল অস্টিয়োপোরোসিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। তবে এ কথাও ঠিক যে, বেশি বয়সে হাড়ের ক্যালশিয়াম কমে গিয়ে হাড়ে ঘুণ ধরার মতো সমস্যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হতে পারে। ৪০-এর পরে তাই হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে চাই বাড়তি সতর্কতা। জেনে নিন, বৃদ্ধ বয়সে বাতের রোগের ঝুঁকি কমাতে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১) হাড়ের ক্ষয় আটকাতে ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ খাবারের উপর জোর দেওয়া উচিত। দুধ, দই, ছানা খাওয়া সবচেয়ে ভাল, যাঁদের দুধে অ্যালার্জি আছে তাঁরা বিকল্প হিসাবে সয়াবিনের দুধ, টোফু খেতে পারেন। এ ছাড়া ক্যালশিয়াম পাবেন যে কোনও সবুজ শাক-সব্জিতেও। রোজ নিয়ম করে মাছ, চিকেন, ডিমও খাওয়া দরকার।

২) নিজেকে সব সময়ে সচল রাখতে হবে। এক জায়গায় দীর্ঘ ক্ষণ বসে কাজ করা যাবে না। অফিসে বসে কাজ হলে ঘণ্টাখানেক পর পর সচেতন ভাবে চেয়ার থেকে উঠে ঘোরাফেরা করুন। বয়স বাড়লে অনেকেই শরীরচর্চা বন্ধ করে দেন।

সম্প্রতি চুরি যাওয়া মালামাল শনিবার এনসিসি থানার পুলিশের তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন।

ভারতের আয়ুষ খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-র অগ্রগতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নজরে

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে গঠিত একাধিক উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করল। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশ করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল ব্রিফ'' ম্যাপিং দ্য এপ্লিকেশন অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন ট্রেডিশনাল মেডিসিন'', যেখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে ভারতের আয়ুষ (আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা, সওয়া রিগা ও হোমিওপ্যাথি) ব্যবস্থায় এআই-এর প্রয়োগ ও তা থেকে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা।

এই ঐতিহাসিক প্রকাশনাটি ডব্লিউএইচও-এর ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসায় এআই ব্যবহারের প্রথম রোডম্যাপ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, এই উদ্যোগের সূচনা হয়েছে ভারতের প্রস্তাবনা থেকে, যা আরও একবার প্রমাণ করল যে, স্বাস্থ্য খাতে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারত এখন বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে ভারতের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভান্ডারকে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণের পদক্ষেপ, যেমন ট্রেডিশনাল নলেজ ডিজিটাল লাইব্রেরি (টিকেডিএল), যা প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির জ্ঞানকে ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানে রক্ষার এক মডেল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, ভারতই প্রথম দেশ যারা টিকেডিএল-এর মতো উদ্যোগ নিয়ে ঐতিহ্যকে ভবিষ্যতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী-র 'এআই ফর অল ' দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ডব্লিউএইচও এই ব্রিফে ভারতের বহুমাত্রিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছে। প্রধানমন্ত্রী ২০২৩ সালে জিপিএআই সামিটে বলেছিলেন, ''আমরা সরকারী নীতিমালা ও কর্মসূচি এআই-কে জনকল্যাণে কাজে লাগানোর লক্ষ্যেই সাজিয়েছি। সমাজের সর্বস্তরের জন্য সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পথে এআই এক শক্তিশালী হাতিয়ার।''

এই প্রেক্ষাপটে, আয়ুষ ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী প্রতাপরাও জাধব বলেছেন, ''ডব্লিউএইচও-র এই স্বীকৃতি ভারতের ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির একত্র প্রয়োগে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। সাহি, নমস্তে ও আয়ুষ রিসার্চ পোর্টাল-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা শুধু চিকিৎসার আধুনিকীকরণ করছিই না, বরং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে তথ্যভিত্তিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বৈজ্ঞানিক কাঠামোয় স্থাপন করছি।''

আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা জানান, ডব্লিউএইচও-এর প্রকাশনায় যে ভারতীয় উদ্যোগগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলআয়ুরজেনোমিক্স প্রকল্প, যা আয়ুর্বেদের ''প্রকৃতি'' তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক জেনোমিক্স-এর সংযোগ স্থাপন করে। এআই-এর সহায়তায় এই প্রকল্প ব্যক্তির শারীরিক গঠন, রোগপ্রবণতা ও প্রতিরোধক্ষমতা নির্ধারণে সহায়তা করে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধের দিশা দেয়। এই প্রকল্প আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

আয়ুষ গ্রিড, যা ২০১৮ সালে চালু হয়, এই ডিজিটাল রূপান্তরের মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে আয়ুষ খাতের জন্য এক শক্তিশালী তথ্যভান্ডার, ই-গভর্ন্যান্স, গবেষণা ও রোগী পরিষেবা ব্যবস্থার ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। এই গ্রিডের আওতায় তৈরি হওয়া সাহি (স্মার্ট আয়ুর্বেদ হেরিটেজ ইন্টারফেস), নমস্তে (ন্যাশনাল আয়ুষ রোগ এবং মানসম্মত টার্মিনোলজিস ইলেকট্রনিক) এবং আয়ুষ রিসার্চ পোর্টাল ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য চিকিৎসার স্বচ্ছতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিক্যাল ব্রিফে ভারতের উদ্যোগগুলিকে উদ্ভাবনী ও ভবিষ্যত-দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, এআই-এর সাহায্যে আয়ুর্বেদের নাড়ি নির্ণয়, জিভের পর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতি নিরূপণের মতো প্রথাগত পদ্ধতিগুলিকে মেশিন লার্নিং ও ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আরও উন্নত ও নির্ভুল করা সম্ভব হয়েছে। এতে শুধু চিকিৎসার নির্ভুলতা বেড়েছে না, বরং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসাও আরও কার্যকর হয়েছে।

ডব্লিউএইচও এর রিপোর্টে ভারতীয় গবেষকদের এমন উদ্যোগেরও প্রশংসা করা হয়েছে যেখানে এআই ব্যবহৃত হয়েছে হরবাল ফর্মুলেশনের জিনগত ও অণু-জৈবিক গঠন বিশ্লেষণ এবং আধুনিক রোগে সেগুলোর পুনরায় ব্যবহার নির্ধারণে। এআই-চালিত কেমিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে আয়ুর্বেদের রস, গুণ ও বির্য্য-এর মতো বৈশিষ্ট্য বিচার করাও এখন সম্ভব হচ্ছে।

প্রতিবেদনে এটাও বলা হয়েছে, ভারতে এআই প্রযুক্তির সহায়তায় ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন গড়ে উঠছে। এর ফলে রোগ নির্ণয়, ওষুধের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ, ওষুধ আবিষ্কারের গতি এবং রোগ প্রতিরোধে এক নতুন দিশা সৃষ্টি হয়েছে।

ডব্লিউএইচও ভারত সরকারের এই উদ্যোগগুলিকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিনির্ভর নয়, বরং বৈজ্ঞানিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথিকৃত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই ব্রিফ ভারতের আয়ুষ খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের আগ্রহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই প্রকাশনা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নীতিনির্ধারণে ভারতের নেতৃত্বের স্বীকৃতি। এটি শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেনি, বরং দেখিয়েছে কীভাবে এআই-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। আয়ুষ মন্ত্রকের মতে, এই স্বীকৃতি ভবিষ্যতে আরও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের পথে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আয়ুষ-এর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে।

রোজগার মেলায় ৫১ হাজারেরও বেশি যুবকদের নিয়োগপত্র বিতরণ, দেশ গঠনে যুবশক্তির অবদানকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত ১৬তম রোজগার মেলায় অংশগ্রহণ করে ৫১ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতীকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় নিয়োগপত্র বিতরণ করেন।

নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই যুবকেরা আজ থেকে সরকারি পরিষেবার নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ''আপনারা বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত হলেও, সবার লক্ষ্য একজনসেবার মাধ্যমে দেশসেবা, যা 'নাগরিক প্রথম' নীতিতে পরিচালিত।''

প্রধানমন্ত্রী ভারতের দুটি অসীম শক্তির কথা তুলে ধরেনডেমোগ্রাফি (জনসংখ্যার গঠন) ও ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র)। তিনি বলেন, ''বিশ্ব আজ স্বীকার করে নিয়েছে, ভারতের যুবসম্পদ ও গণতন্ত্র এক অনন্য শক্তি। ভারত এই দুই শক্তির উপর ভিত্তি করেই আজ বিশ্বমঞ্চে নিজেকে শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করছে।''

সম্প্রতি পাঁচটি দেশ সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমি দেখেছি, বিশ্বজুড়ে ভারতের যুবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে। আমার এই সফরে সই হওয়া চুক্তিগুলিপ্রতিরক্ষা, ফার্মাসিউটিক্যাল, ডিজিটাল প্রযুক্তি, শক্তি ও রেয়ার আর্থ খনিজ খাতেদেশের যুবসমাজকে উপকৃত করবে, কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।''

তিনি বলেন, আজকের কর্মসংস্থানের ধরণ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই যুগে উদ্ভাবন, স্টার্টআপ ও গবেষণা-ভিত্তিক অর্থনীতিই এগিয়ে দিচ্ছে দেশকে। প্রধানমন্ত্রী যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমি গর্বিত এবং আশাবাদীআজকের প্রজন্ম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্ভাবনী এবং নতুন কিছু গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ।''

তিনি বলেন, সরকার শুধু সরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করছে না, বরং বেসরকারি খাতেও নতুন কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার সম্প্রতি অনুমোদন করেছে এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিম। এই প্রকল্পের অধীনে প্রথম বেসরকারি চাকরি পাওয়া যুবকদের ১৫,০০০ প্রদান করবে সরকার। এই প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫ কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টি।

উৎপাদন খাত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আজ ভারতের অন্যতম বৃহৎ শক্তি আমাদের মেনুফ্যাকচারিং সেক্টর। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'' অভিযানের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়েছে। পিএলআই স্কিমের মাধ্যমে ১১ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোবাইল ও ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন মূল্য ১১ লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে, যা গত ১১ বছরে পাঁচগুণ বেড়েছে। আগে ২-৪টি ইউনিট ছিল, এখন ৩০০-র বেশি মোবাইল নির্মাণ ইউনিট চলছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ চাকরি সৃষ্টি হয়েছে।''তিনি আরও বলেন, প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতে ভারতের সাফল্য এখন নজরকাড়াউৎপাদন ছাড়িয়েছে ১.২৫ লক্ষ কোটি। ভারত আজ বিশ্বের বৃহত্তম লোকোমোটিভ প্রস্তুতকারক। অটোমোবাইল খাতে গত পাঁচ বছরে ৪০ বিলিয়নেরও বেশি এফডিআই এসেছে। নতুন নতুন কারখানা, রেকর্ড হারে গাড়ি বিক্রি ও বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-এর এক প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বলেন, গত এক দশকে ৯০ কোটিরও বেশি ভারতীয় নাগরিক বিভিন্ন সরকারি কল্যাণ প্রকল্পের আওতায় এসেছেন।

এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

আশা করছি খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত রিপোর্ট আসবে এবং তখন বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের পাইলট ও কেবিন ক্রুরা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সেরা। তারা প্রতিদিন কঠিন পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেন।

এদিন সকালে এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এএলপিএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তদন্তে পাইলটদের দোষী ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে। তারা অভিযোগ করেছে, গুরুত্বপূর্ণ এই তদন্তে উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। এএলপিএ-র আরও দাবি, আমাদের অন্তত পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী নাইডু বলেন, এই তদন্ত পুরোপুরি ভারতেই পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনেই চলছে। এটি একটি পরিপক্ক, স্বচ্ছ এবং পেশাদার তদন্ত প্রক্রিয়া। বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মুরলিধর মোহোল জানান, প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে এখনই চূড়ান্ত কিছু বলা অনুচিত। এএআইবি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং তারা অত্যন্ত ভালো কাজ করছে।

নিখোঁজ সংবাদ

Ref- Bishalgarh PS G.D Entry No-16– Dated -03.07.2025

উপরোক্ত ছবিটি ০০১২১০৭১০ এইচসি (বিপি)/ড্রাইভার সোম বাহাদুর ছেত্রী (৪৩) পিতা- গোবিন্দ বাহাদুর ছেত্রী, সাং-গাকুলনগর বি.এস.এফ ক্যাম্পাস এবং বাড়ির ঠিকানা, সাং- বিবেকানন্দ পুলি, পোস্ট-কদম তালা পি.এস- মাটিগাড়া জেলা-দার্জিলিং (পশ্চিম বঙ্গ) পিন-৭৩৪০১১, বয়স- ৪৩ বছর, উচ্চতা- ১৭১.৫ সেমি, গায়ের রং- ফর্সা। চুল- কালো, শনাক্তকরণ চিহ্ন-(১) ঘাড়ের ডান পাশের পিছনে একটি তিল আছে। (২) ঘাড়ের চিবুকের উপর একটি দাগ আছে উক্ত ব্যক্তিটি গত ০২-০৭-২০২৫ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।

উপরিউক্ত নিখোঁজ এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে যে কেউ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :-
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-
দূরভাষ নম্বর :- ৯০০৯৪২০৬০৪
৮৭৯৪৩৩২১২৫
(এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা) (ও.সি.বিশালগড় থানা)

ICA/D-587/25

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ

ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় 'মারাঠা মিলিটারি ল্যান্ডস্কেপস'-এর অন্তর্ভুক্তি, প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন ও গর্বের অনুভূতি

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : ভারতের গৌরবময় ইতিহাসে আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হলো। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় 'ভারতের মারাঠা মিলিটারি ল্যান্ডস্কেপস' বা 'ভারতের মারাঠা সামরিক প্রাকৃতিক দৃশ্যপট' অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

এই অন্তর্ভুক্তিতে মোট ১২টি বীরত্বময় দুর্গ স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে ১১টি অবস্থিত মহারাষ্ট্রে এবং একটি তামিলনাড়ুতে। এই দুর্গগুলি শুধুমাত্র স্থাপত্যিক দিক থেকে নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামরিক কৌশলের দিক থেকেও অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, "প্রত্যেক ভারতীয় এই স্বীকৃতিতে গর্বিত। এই 'মারাঠা মিলিটারি ল্যান্ডস্কেপ'-এ অন্তর্ভুক্ত ১২টি গৌরবময় দুর্গ ভারতের বীরত্বময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। মহারাষ্ট্রের ১১টি ও তামিলনাড়ুর ১টি দুর্গ এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "যখন আমরা গৌরবময় মারাঠা সাম্রাজ্যের কথা বলি, তখন তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সুশাসন, সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক গর্ব এবং সামাজিক কল্যাণের প্রতি গুরুত্বের কথা। মহান শাসকরা অন্যায়ের সামনে কখনও মাথা নত করেননি। তাঁদের আদর্শ আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়।"

প্রধানমন্ত্রী সকল ভারতবাসীকে এই ঐতিহাসিক দুর্গগুলি পরিদর্শন করার আহ্বান জানান, যাতে সবাই মারাঠা সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে আরও জানতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের ২০১৪ সালের রায়গড় দুর্গ পরিদর্শনের স্মৃতিচারণও করেন। তিনি একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে তাঁকে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ-কে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায়। তিনি লেখেন, "২০১৪ সালে রায়গড় দুর্গ সফরের সময় ছত্রপতি শিবাজি মহারাজকে প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই স্মৃতি আমি চিরকাল লালন করব।" এই স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে সারা দেশজুড়ে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মহলে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ করা গেছে। ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, বীরত্ব, এবং স্থাপত্যশৈলীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসাবে ইউনেস্কোর এই তালিকাভুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা।

কর্মসংস্থানের ধরণ

● প্রথম পাতার পর

এসেছেন। শুধু ভাতা নয়, এই প্রকল্পগুলি গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

পিএম আবাস যোজনা-র মাধ্যমে ৪ কোটি বাড়ি তৈরি হয়েছে, আরও ৩ কোটির নির্মাণ চলছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এ ১২ কোটির বেশি শৌচালয় নির্মাণের ফলে প্লাম্বার ও নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনা-র মাধ্যমে ১০ কোটির বেশি এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যা বটলিং প্ল্যান্ট ও ডেলিভারি নেটওয়ার্কে হাজার হাজার চাকরি তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা-এর আওতায় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকিতে ছাদে সৌরপ্যানেল বসানো হচ্ছে, যা ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ও নির্মাতাদের জন্য চাকরি তৈরি করছে। নামো ড্রোন দিদি প্রকল্পে গ্রামীণ মহিলাদের ড্রোন চালক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করা হয়েছে।

তিনি বলেন, লক্ষপতি দিদি মিশনে ইতিমধ্যেই ১.৫ কোটির বেশি মহিলা লক্ষপতি হয়েছেন। ব্যাংক সাক্ষী, বীমা সাক্ষী, কৃষি সাক্ষী, পশু সাক্ষী-র মতো উদ্যোগের ফলে নারীরা টেকসই কর্মসংস্থানের পথ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি স্কিমের মাধ্যমে হকার ও স্ট্রিট ভেন্ডাররা মূলধারার অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা স্কিম ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম ও ঋণের মাধ্যমে সশক্ত করছে।

তিনি বলেন, "গত ১০ বছরে ২৫ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্রসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেনএটি কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া সম্ভব হতো না। আজ বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাও ভারতকে সবচেয়ে সমতাভিত্তিক দেশগুলির মধ্যে স্থান দিচ্ছে।"

শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সময়টা ভারতের উন্নয়ন মহাযজ্ঞ। এই উন্নয়নযজ্ঞের নেতৃত্ব দেবে আমাদের যুবসমাজ। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের আমি শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা নতুন শক্তি নিয়ে নাগরিকদের সেবা করুন'নাগরিক দেবো ভবঃ'এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে।"

প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে রোজগার মেলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৪৭টি স্থানে আজকের রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত সারা দেশে ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা রেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আর্থিক পরিষেবা, শ্রম ও কর্মসংস্থান সহ একাধিক দপ্তরে যোগ দেবেন। এটি দেশের যুব সমাজকে ক্ষমতায়নের পাশাপাশি জাতি গঠনে অংশগ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

হাসপাতালের পাশে

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকের নিকট লিখিত ভাবে অভিযোগ জানানোর পর চলতি মাসের পয়লা জুলাই বিটুমিনাস প্ল্যান্টটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য লিখিত আদেশ বের হবার পরও বিগত এক সপ্তাহ ধরে বিটুমিনাস প্ল্যান্টের মালিক আব্দুল মান্নান ফের জোর করে অবৈধভাবে বিটুমিনাস প্ল্যান্ট চালু করলে প্রশাসনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা এগারো জুলাই শুক্রবার ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জুলাই দুপুর বেলা কৈলাসহরের মহকুমাশাসক বিপুল দাস, কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, রাজ্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য সহ আরও অন্যান্য আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন বিটুমিনাস প্ল্যান্টে গিয়ে অবৈধ বিটুমিনাস প্ল্যান্টটি অনির্দিষ্টকালের জন্য তালাবন্ধী করে বন্ধ করে দেন।

তবে, মহকুমাশাসক বিপুল দাস এও জানান যে, ঠিকাদার আব্দুল মান্নান সম্পুর্ন অবৈধভাবে বিটুমিনাস প্ল্যান্টটি গড়ে তোলেছিলেন এবং জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের ও স্থানীয় এলাকাবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে বিটুমিনাস প্ল্যান্টটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গত ৭ বছরে রাজ্যের ৭৩.১৫

● প্রথম পাতার পর

এতে কৃষকদের আয় আরও বাড়বে।

তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে আমাদের সরকার আসার সময় আনারসের দাম ছিল কেজি প্রতি ৮ থেকে ৯ টাকা। বর্তমানে এটি বেড়ে গড়ে ৪০ টাকা বা তারও বেশি হয়েছে। কৃষকদের আয় বাড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কুইন আনারসকে বিশ্ববাজারে জনপ্রিয় করতে কেন্দ্রের ডোনার মন্ত্রক কাজ করছে। আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে দু'বার বৈঠক করেছি এবং ১৩২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা চলছে।

এদিন মন্ত্রী আরও জানান, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৭৩.১৫ মেট্রিক টন আনারস রপ্তানির পাশাপাশি, ৪.৪০ মেট্রিক টন কাঁঠাল আমেরিকায়, ৩০ মেট্রিক টন আদা এবং ১৭ মেট্রিক টন পান বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, আমাদের লক্ষ্য রাজ্যের কৃষকদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা, যাতে রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। এই দিন মন্ত্রী কুমারঘাটের একটি আনারস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান দাস, পশুসম্পদ উন্নয়ন ও মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যের আনারসের শুধু ত্রিপুরা বা বহির্রাজ্যে নয় বিদেশেও কদর রয়েছে। কৃষকদের কল্যাণে এগ্রি অ্যালায়েড সেক্টরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে সরকার। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এগ্রি অ্যালায়েড সেক্টর বিশেষ ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, এখানকার আনারস শুধু বিদেশেই যাচ্ছে না গ্রামীণ অর্থনীতিতেও বিকাশ ঘটাচ্ছে। আমরা চাই আরও বেশি মাত্রায় আনারস উৎপাদনের পাশাপাশি তার প্রক্রিয়াকরণ করে মূল্যযুক্ত করা যাতে তার সাথে যুক্ত কৃষকদের আয়কে আরও বৃদ্ধি করা যায়।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অংশুমান দে, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভূমি সংরক্ষণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, প্ল্যানিং দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লিং, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, ইয়ং ডার্লং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এইচ ডার্লং প্রমুখ। আনারস উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ইয়ং ডার্লং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এদিন একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ রক্তদাত

জলে ডুবে মর্মান্তিক

● প্রথম পাতার পর

একই পুকুরের জলে পড়ে মারা গিয়েছিলো বলেও জানায় জাকির। মৃত চার বছরের খুশী বেগম গ্রামের সবার কাছে খুবই আদরের ছিলো বলে জানা যায়। চার বছরের খুশী বেগমের মৃত্যুর খবর পেয়ে গ্রামের মহিলারা জেলা হাসপাতালে এসে ভিড় জমাতে দেখা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এসে তদন্ত শুরু করেছে। চার বছরের খুশী বেগমের মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে মৃতের পরিবারের সদস্যরা নিতে চাইলেও পুলিশ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ছাড়া মৃতদেহ নিতে দেয়নি।

পুলিশ সূত্রে এবং গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় যে, জাকির হোসেন তিন বিয়ে করেছে। বাড়িতে জাকিরের যে স্ত্রী রয়েছে, সেই স্ত্রীর মেয়ে নয় মৃত খুশী বেগম। এবং এমনকি, বিগত তিন থেকে চার বছর পূর্বে জাকিরের অপর আরেক যে মেয়েটি পুকুরের জলে পড়ে মারা গিয়েছিলো সেই মৃত মেয়েটির মাও জাকিরের বর্তমান স্ত্রী নয় বলে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রহস্যের দাঁনা বেঁধেছে।

গাড়ি ব্যাটারি সহ গ্যারেজে

● প্রথম পাতার পর

গাড়ি রাখাও যেন এখন দুশ্চিন্তার বিষয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে গতকাল রাতে একটি গ্যারেজে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। তারপর পাশাপাশি এক ব্যক্তির গাড়ি থেকে ব্যাটারি চুরি করে পালিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা সুবল মিয়া নামে এক গাড়ি চালক তার টিআর০১এন১৭৬৪ নম্বরের একটি গাড়ি শুক্রবার সারাদিন চালানোর পর রাতে বাড়ির পাশে রেখে চলে যায়। অন্যদিকে রিপন মিয়া নামে এক গ্যারাজের মালিক দোকান লাগিয়ে রাতে বাড়ি চলে যায়। শনিবার ভোর রাতে সুবল মিয়ার গাড়ি থেকে চোরের দল ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে অন্য লোকেরা দেখতে পেয়ে চিৎকার করলে চোরের দল ব্যাটারি ফেলে পালিয়ে যায়।

পাশাপাশি রিপন মিয়ার গ্যারেজে ও হানা দেয় চোরের দল। শনিবার সকালে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে চুরি হয়ে যাওয়া ব্যাটারি উদ্ধার করে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, তারা বর্তমানে আতঙ্কে রয়েছেন। এই সমস্ত চোরের দল তাদের নেশার টাকার জোগাড় করতে বিভিন্ন অসামাজিক কার্য্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে গোটা এলাকা জুড়ে।পুলিশ প্রশাসন যেন এ সমস্ত চোরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এমনটাই দাবি তোলেন।

অভাব-অনটনে চিকিৎসার

● প্রথম পাতার পর

কোন টাকা-পয়সা নেই। সুরোপা বেগম ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। রাজ্যবাসীর কাছে সাহায্য চাইলেন ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলার ছোট বোন।

শনিবার আগরতলায় লোক আদালত আয়োজিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ কর্মপরিকল্পনার আওতায় এই প্রথম ই-ট্রাক উৎসাহদান প্রকল্পের সূচনা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরদূরদর্শী নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প ও ইস্পাত মন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর উদ্যোগে ভারত সরকারের ভারী শিল্প মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী ই-ড্রাইভ কর্মসূচির আওতায় এই প্রথম বৈদ্যুতিন ট্রাক বা ই-ট্রাক এর ক্ষেত্রে উৎসাহদান প্রকল্প চালু করল। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী বলেন, দেশে মোট যানবাহনের মাত্র ৩ শতাংশ ডিজেল চালিত ট্রাক। কিন্তু, যানবাহনজাতগ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের ৪২ শতাংশের জন্যই দায়ী এই ট্রাকগুলি। পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন মন্ত্রকে সামনে রেখে ২০৪৭ সাল নাগাদ বিকশিত ভারত গড়ে তোলায় এবং ২০৭০ নাগাদ কার্বন নির্গমন নেট জিরো'তে নিয়ে যাওয়ায় এই ই-ড্রাইভ কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজ চালু হওয়া প্রকল্পের আওতায় থাকছে ৩.৫ টন থেকে ১২ টন ওজনের ট্রাক বা এন-২ বর্গের ট্রাক এবং ১২ টন থেকে ৫৫ টনের ট্রাক বা এন-৩ বর্গের ট্রাক। ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে শুধু এন-৩ বর্গের যানগুলি এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে।

ব্যাটারির ওয়ারেন্টি থাকবে ৫ বছর কিংবা ৫ লক্ষ কিলোমিটার অতিক্রম করার মধ্যে যে সময়টি কম, সেই সময় পর্যন্ত। মোটর ও গাড়িটির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টির মেয়াদ ৫ বছর কিংবা ২.৫ লক্ষ কিলোমিটার অতিক্রম করার মধ্যে যে সময়টি কম সেই সময় পর্যন্ত। প্রতিটি গাড়ির ক্ষেত্রে ৯.৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎসাহদানবাবদ দেওয়া হবে। সরকার দেশে ৫ হাজার ৬০০ ই-ট্রাক চালানোর লক্ষ্য নিয়েছে।

সুবর্ণপুর জেলায় প্রাক্তন সরপঞ্চ হত্যাকাণ্ড, দুইজন আটক

ভুবনেশ্বর: সুবর্ণপুর জেলার দুঙ্গুরিপালি ব্লকের গজাবন্ধা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সরপঞ্চ কেঙ্কপালি গ্রামে ফেরার পথে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি হলেন বল্লব খেতি, প্রাক্তন সরপঞ্চ এবং বর্তমান সরপঞ্চ বসন্তী খেতির স্বামী।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অজ্ঞাত হামলাকারীরা পান্ডারপালি গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় বল্লব খেতির উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে খেতির মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং তাকে দুঙ্গুরিপালি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে রামপুর পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ দুই সন্দেহভাজনকে আটক করেছে, কিন্তু অন্যান্য দুজন এখনও পলাতক রয়েছে।

১৫ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা ওড়িশায়: আবহাওয়া দফতর

ভুবনেশ্বর: ওড়িশায় ১৫ জুলাই পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদফতর। পূর্ব ভারতের উপর সক্রিয় মৌসুমি পরিস্থিতি এবং ঘূর্ণাবর্তের কারণে রাজ্যজুড়ে এই বৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত মধ্যাহ্ন বুলেটিনে আইএমডি জানায়, পূর্ব ভারতের নিম্নচাপ বর্তমানে দুর্বল হয়ে দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড ও তার আশপাশে একটি ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে দুটি মৌসুমি অক্ষরেখাএকটি সুরতগড় থেকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এবং অন্যটি উত্তর-পূর্ব আরব সাগর থেকে ঘূর্ণাবর্ত পর্যন্ত বিস্তৃতওড়িশায় ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া অধিদফতর আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত ওড়িশার বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ, ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে। ১০ জুলাই সুন্দরগড়, ঝাড়সুগুড়া এবং সাম্বলপুর জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে কেওনঝাড়, ময়ূরভঞ্জ, দেওগড়, অঙ্গুল, ঢেনকানাল, বালাসোর, ভদ্রক, জাজপুর, কেন্দ্রাপাড়া, কটক, জগৎসিংহপুর, সোনপুর, বারগড় ও বালাংগিরে বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৫৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমনে বড় সাফল্য: ১.১৮ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষিত ২৩ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

সুকমা, ১২ জুলাই: ছত্তিশগড়ের মাওবাদী-প্রবণ বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য এক বড় সাফল্য হিসেবে ধরা পড়েছে শনিবার সুকমা জেলায় ২৩ জন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী এসব জঙ্গির উপর মোট পুরস্কারের পরিমাণ ছিল প্রায় ১.১৮ কোটি।

সুকমা জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এর মাত্র একদিন আগেই, পার্শ্ববর্তী নারায়ণপুর জেলায় আরও ২২ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেন। এই ধারাবাহিক আত্মসমর্পণের পেছনে যৌথভাবে কাজ করেছে সুকমা জেলা পুলিশ ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স।

আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ছিলেন একাধিক উচ্চ পর্যায়ের মাওবাদী নেতা, যাঁদের প্রত্যেকের উপর ৮ লাখ পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষিত ছিল। অন্যদের উপর পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ১ লাখ থেকে ৫ লাখ পর্যন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, এই মাওবাদীরা বস্তার অঞ্চলে বহু সহিংস ঘটনায় জড়িত ছিলেন।

একজন আত্মসমর্পণকারী ২০১২ সালে তৎকালীন জেলাশাসক অ্যালেক্স পল মেননের অপহরণে জড়িত ছিলেন বলেও জানা গেছে, যা সেসময় জাতীয়ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

এই সাফল্যের নেপথ্যে কাজ করেছে একাধিক নিরাপত্তা ইউনিটসুকমা জেলা পুলিশ ছাড়াও সিআরপিএফ-এর ২য়, ২২৩তম, ২২৭তম ও ১৬৫তম ব্যাটালিয়ন এবং কোবরা ইউনিটের ২০৪তম ও ২০৮তম ব্যাটালিয়ন। আত্মসমর্পণের সময় উপস্থিত ছিলেন সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চাভান এবং সিআরপিএফ-এর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল আনন্দ সিংহ।

বস্তার রেঞ্জের ইন্সপেক্টর জেনারেল সুন্দররাজ পি এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "এই আত্মসমর্পণ আমাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সফলতা এবং বস্তার অঞ্চলে শান্তি ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠার প্রমাণ।"

তিনি আরও বলেন, "যারা এখনও মাওবাদী আন্দোলনে সক্রিয়, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছিআত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসনের দরজা সবসময় খোলা। সরকার তাঁদের সম্মানজনক পুনঃএকত্রীকরণের জন্য সুসংহত নীতি গ্রহণ করেছে।"

প্রশাসন জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন ও আত্মসমর্পণ নীতির আওতায় আনা হবে, যেখানে তাঁদের আর্থিক সহায়তা, বাসস্থান, শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হবে যাতে তাঁরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারেন।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, সরকারের উন্নয়নমুখী উদ্যোগ এবং জঙ্গিদের সঙ্গে সংলাপ ও পুনর্বাসনের কৌশল ফলপ্রসূ হচ্ছে। বস্তার অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইউপিডিএফ-এর সঙ্গে সংযোগে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন ও ইউএপিএ-তে মামলা

আইজল/নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : মিজোরামে বিপুল বেআইনি অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুতের ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা। এই অস্ত্র চোরাচালান কাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট -এর হাতে অস্ত্র সরবরাহ করা। এনআইএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের নাম লালবিয়াকচুংগা ওরফে ডেভিড, লালথাওমচেউভা ওরফে থাওমা, মালসাওমা ওরফে মালসাওমা লনচেউ, রুয়াললিয়ানসাঙ্গা ওরফে সাঙ্গা এবং অলোক বিকাশ চাকমা। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, অবৈধ কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন ১৯৬৭, আর্মস অ্যাক্ট ১৯৫৯ এবং বিদেশি আইন ১৯৪৬-এর অধীনে মামলা করা হয়েছে।

এই মামলাটি প্রথমে মিজোরাম পুলিশ ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি রেজিস্টার করে। পরে মার্চ মাসে তা তদন্তের জন্য এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তে উঠে আসে, মিজোরামের মামিত জেলার সাইথাহ গ্রামে একটি চক্র মজুত করেছিল ৬টি একে-৪৭ রাইফেল, ১৩টি ম্যাগাজিন এবং ১০,০৫০ রাউন্ড গুলি। এনআইএ জানিয়েছে, এই অস্ত্রগুলি বাংলাদেশের ইউপিডিএফ জঙ্গিদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, যাতে তাদের সশস্ত্র কার্যকলাপ আরও শক্তিশালী হয়। তদন্তে এও জানা গেছে, এই পাচারচক্র একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ। অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভারতের অভ্যন্তরে সংগৃহীত হয়ে মিজোরাম সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে পাচার হওয়ার কথা ছিল। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চক্রে আরও ব্যক্তি ও সংগঠনের সংযোগ রয়েছে, যাদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। এনআইএ জানিয়েছে, তারা এই অপরাধচক্রের পরবর্তী স্তরের সদস্যদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে সতর্ক রাখা হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই অস্ত্র ও মাদক পাচারের করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এবার সেই করিডোর জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর ফলে ভারতের সীমান্তবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা দরকার বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এনআইএ জানিয়েছে, এই মামলার তদন্ত এখনো চলছে এবং ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে আসতে পারে।

ডিজিটাল অ্যাম্বাসাডর হিসেবে যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন করতে দেশজুড়ে 'সঞ্চার মিত্র' প্রকল্প চালু করল ডট

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই : ভারতের টেলিযোগাযোগ দপ্তর (ডট) দেশজুড়ে 'সঞ্চার মিত্র' প্রকল্পের সম্প্রসারণে আজ গুয়াহাটির বিএসএনএল ভবনে এক ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করেছে। অসম এলএসএ-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সেশনে রাজ্যের আইআইটি, আইআইআইটি, এনআইটি সহ বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। মূল লক্ষ্য ছিল ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের 'ডিজিটাল অ্যাম্বাসাডর' হিসেবে যুক্ত করে নাগরিক ও টেলিকম ইকোসিস্টেমের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।

সেশনের সভাপতিত্ব করেন দিল্লির ডিরেক্টর জেনারেল টেলিকমের উপদেষ্টা সুনীতা চন্দ্রা। অসম এলএসএ-র প্রধান ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক সুরেশ পুরী এবং ডট-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (মিডিয়া) ও মুখপাত্র হেমেন্দ্র কুমার শর্মা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কাঠামো নিয়ে বিশদ উপস্থাপনা দেন।

এদিন সুনীতা চন্দ্রা বলেন, ডট-এর বিভিন্ন উদ্যোগ, টেলিকম পরিষেবা ও নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রচেষ্টার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আমাদের ব্যবহারকারী, গ্রাহক ও সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবেই এই উদ্যোগ। আমরা চেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের শক্তি ও সেবাকে কাজে লাগাতে।

সুরেশ পুরী 'সঞ্চার মিত্র' প্রকল্পের তিনটি স্তম্ভ 'কানেক্ট, এডুকেট, ইনোভেট'-এর ওপর আলোকপাত করেন এবং বলেন, নিরাপদ, দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক টেলিকম ব্যবহার জনসচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হেমেন্দ্র কুমার শর্মা বলেন, ডিজিটাল বিপ্লবে টেলিকম পরিষেবার ভূমিকা অপরিসীম। ভারত এখন শুধুমাত্র প্রযুক্তি গ্রাহক নয়, বরং বিভিন্ন আধুনিক টেলিকম পরিষেবা ও পণ্যের যোগানদাতা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছে। সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে তৃণমূল স্তরে

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নিয়ম লঙ্ঘনে কঠোর পদক্ষেপ: ভারতস্থ মার্কিন দূতাবাসের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ভিসাধারীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, যারা মার্কিন আইন কিংবা অভিবাসন নিয়ম লঙ্ঘন করবেন, তাদের ভিসা বাতিল করে দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে। এই পদক্ষেপ মার্কিন প্রশাসনের অভিবাসন নীতির কড়াকড়ি এবং নজরদারি বৃদ্ধিরই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে নতুন করে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে।

দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা পাওয়ার পরেও যাচাই-বাছাই বন্ধ হয় না। আমরা সব সময় নিশ্চিত হই যে ভিসাধারীরা মার্কিন আইন ও অভিবাসন বিধিমালা অনুসরণ করছেন কি না। যারা এ নিয়ম লঙ্ঘন করছেন, তাদের ভিসা বাতিল করা হবে এবং তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হবে।" এই বিবৃতি এক্স মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এই সতর্কবার্তা এমন সময়ে এসেছে যখন সম্প্রতি মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, শিক্ষার্থী ও বিনিময় কর্মসূচির আওতাধীন অ-অভিবাসী এফ, এম ও জে ক্যাটাগরির ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট 'পাবলিক' রাখতে হবে। এতে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের ব্যাকগ্রাউন্ড ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

দূতাবাস জানিয়েছে, কেউ যদি তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সংক্রান্ত তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেন অথবা ভুল তথ্য দেন, তাহলে তার ভিসা আবেদন বাতিল হতে পারে এবং এমনকি তিনি চিরতরে যুক্তরাষ্ট্রে ভিসার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হতে পারেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৯ সাল থেকেই মার্কিন সরকার সব ভিসা আবেদনকারীদের বিগত পাঁচ বছরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক করেছে। এই তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির পরিচয়, মতাদর্শ, অতীত কার্যকলাপ ও মার্কিন আইনে গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

মার্কিন দূতাবাস তাদের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে এ-ও বলেছে যে, "যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা পাওয়া কোনো অধিকার নয়, বরং একটি সুযোগ। প্রতিটি ভিসা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।' এই বার্তাটি স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে এখন আরও বেশি নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে।

এছাড়াও, ২০২৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অ-অভিবাসী ভিসার জন্য নতুন একটি 'ভিসা ইন্টেগ্রিটি ফি' চালু হতে যাচ্ছে, যার পরিমাণ হবে ২৫০ মার্কিন ডলার। এটি এক ধরনের জামানতের মতো কাজ করবে, যা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে আবেদনকারীদের ফেরত দেওয়া হতে পারে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল করার একটি উদ্যোগ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসন পূর্বেও জানিয়েছিল, অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারীরা কারাদণ্ড, জরিমানা এবং স্থায়ীভাবে মার্কিন ভিসার জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন। দূতাবাস জানিয়েছে, যারা অভিবাসন আইন ভঙ্গ করেন, তাদেরকে আটক, ফেরত পাঠানো এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

এ অবস্থায় মার্কিন দূতাবাস একটি ডিজিটাল প্রচারাভিযান শুরু করেছে, যার আওতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্টার, ভিডিও এবং পরামর্শমূলক বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হলো, ভিসা আবেদনকারী ও ভিসাধারীদের সচেতন করা যেন তারা মার্কিন আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন এবং সেগুলো অনুসরণ করেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের কড়াকড়ি দক্ষিণ এশীয় দেশ, বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। তাই ভিসা আবেদনকারীদের উচিত তাদের তথ্য যথাযথভাবে উপস্থাপন করা, আইন মেনে চলা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ করা।

যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা বা কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট বার্তা: আমেরিকান ভিসা শুধুমাত্র ভ্রমণের অনুমতি নয়, এটি দায়িত্বশীল আচরণ ও সততার প্রতীকও বটে।

রাজ্যস্তরের টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবকে গুলি করে হত্যা করলেন পিতা, গুরগাঁওয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা

গুরগাঁও, ১২ জুলাই :প্রাক্তন রাজ্যস্তরের টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবকে তাঁর বাবা দীপক যাদব গুলি করে হত্যা করেছেন বলে শনিবার গুরগাঁও পুলিশ নিশ্চিত করেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ১০ জুলাই, গুরগাঁও সেক্টর ৫৭-এ তাঁদের নিজস্ব বাসভবনে।

২৫ বছর বয়সী রাধিকা, যিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন, নিজের কোনো টেনিস একাডেমি চালাতেন না। বরং তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভাড়ার ভিত্তিতে টেনিস কোর্ট বুক করে উঠতি খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিতেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিষয়টি তাঁর বাবা দীপক যাদবের একেবারেই অপছন্দ ছিল এবং বহুবার তিনি রাধিকাকে এ কাজ বন্ধ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু রাধিকা তা মানেননি। এই নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব চলছিল।

গুরগাঁও পুলিশের এক তদন্তকারী কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, "রাধিকার নিজের কোনো একাডেমি ছিল না। তিনি বিভিন্ন কোর্টে বুকিং করে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। তাঁর বাবা চাইতেন তিনি এ কাজ বন্ধ করুন, কিন্তু রাধিকা রাজি হননি। এটিই ছিল তাঁদের মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব।"

প্রথমে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, রাধিকার চালানো একাডেমির আয় নিয়ে দীপক যাদব অস্বস্তিতে ছিলেন, কারণ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাঁকে মেয়ে-নির্ভর বলে ব্যঙ্গ শুনতে হত। তবে পরবর্তী তদন্তে জানা যায়, দীপক যাদব একাধিক সম্পত্তি থেকে ভাড়ার মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ উপার্জন করতেন এবং তাঁর প্রায় বার্ষিক আয় ১৫ লাখ টাকার বেশি ছিল একটি ব্রোকারেজ ব্যবসা থেকেও। অর্থাৎ তিনি রাধিকার উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন না, বরং মানসিকভাবে দীর্ঘদিন ধরেই হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।

কিছু প্রতিবেদন দাবি করেছিল, দীপক যাদব তাঁর মেয়ের সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা এবং ইনফ্লুয়েন্সার হওয়ার আগ্রহ নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমনকি রাধিকার একটি সংগীত ভিডিওতে অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় বলে দাবি করা হয়। তবে সেক্টর ৫৬ থানার ইনস্পেক্টর বিনোদ কুমার এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "ওই ভিডিওটি ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার সাথে হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। অভিযুক্ত শুধুমাত্র এতটাই বলেছেন যে তিনি চাননি মেয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জন করুক।"

রাধিকার ছোটবেলা থেকেই টেনিস খেলায় দক্ষতা দেখিয়ে আসছিলেন এবং তাঁর পিতা দীপক যাদব তাঁর প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকারও বেশি খরচ করেন। তবে দুই বছর আগে একটি গুরুতর চোটের কারণে তিনি প্রতিযোগিতামূলক টেনিস থেকে কিছুটা দূরে সরে যান এবং এরপর থেকেই তিনি প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন।

১০ জুলাই, ঘটনার দিন, দীপক যাদব তাঁর লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলভার দিয়ে রাধিকাকে গুলি করেন। পুলিশ জানিয়েছে, চারটি গুলি চালানো হয় — তিনটি তাঁর পিঠে ও একটি কাঁধে লাগে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই রাধিকার মৃত্যু হয়। শনিবার গুরগাঁওয়ের একটি আদালত দীপক যাদবকে ১৪ দিনের বিচারিক হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। তাঁকে ভোন্ডসি জেলে রাখা হয়েছে। পুলিশ তাঁকে আদালতে পেশ করলেও কোনো রকম রিমান্ড চায়নি।

আইআইএম-কলকাতার ছাত্রাবাসে তরুণীকে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ: একজন গ্রেপ্তার, রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ

কলকাতা, ১২ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-কলকাতার (আইআইএম-সি) ছাত্রাবাসে এক ভয়াবহ ধর্ষণের ঘটনা আলোড়ন ফেলেছে। অভিযোগ, কলেজের এক তরুণীকে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে, যার ফলে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে নারী সুরক্ষার প্রশ্নটি আবারও সামনে চলে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল, শুক্রবার রাতে আইআইএম-কলকাতার এক ছাত্রী হরিদেবপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আজ, শনিবার পারমানন্দ তোপ্পানওয়ার নামে এক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত ছাত্র বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা।

ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত পারমানন্দ তোপ্পানওয়ার তাঁকে একটি কাউন্সেলিং সেশনের জন্য আইআইএম-সি-এর বয়েজ হোস্টেলে ডেকেছিলেন। সেখানে যাওয়ার পর তাঁকে একটি পানীয় দেওয়া হয়। সেই পানীয় পান করার পরই তরুণী অচেতন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। তরুণী আরও অভিযোগ করেছেন যে, এই ঘটনা কাউকে জানালে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

হরিদেবপুর থানার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, 'তরুণী তাঁর এফআইআরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে তাঁকে কাউন্সেলিংয়ের নাম করে হোস্টেলে ডাকা হয়েছিল। সেখানে মাদক মেশানো পানীয় পানের পর তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং জ্ঞান ফিরলে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে।' পুলিশ আরও জানিয়েছে, 'অভিযুক্ত ছাত্রকে গতরাতেই আটক করা হয়েছিল এবং আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।'

আইআইএম-কলকাতার মতো একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সমাজের সর্বস্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল, যখন প্রায় দু''সপ্তাহ আগেই কলকাতার একটি আইন কলেজের ভিতরে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল, যা নিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় চলছে।

ওই আইন কলেজের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র, যে কিনা কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র, ভুক্তভোগীকে হত্যার হুমকি দিয়ে অন্য দুই অভিযুক্ত জাইব আহমেদ এবং প্রমিত মুখার্জির সঙ্গে মিলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পুলিশ ইতিমধ্যেই তিন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে যে, মনোজিৎ মিশ্র ভুক্তভোগীর প্রতি তার 'ভালোবাসা' স্বীকার করেছিল এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তাকে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল।

এই দুইটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার পাশাপাশি, সম্প্রতি কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজেও একটি ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছিল। একের পর এক এই ধরনের নৃশংস ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এবং সামগ্রিকভাবে নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে চরম উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। নাগরিক সমাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, সকলেই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তুলেছে। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, সমাজে এখনও নারীরা সুরক্ষিত নয় এবং তাঁদের সুরক্ষার জন্য আরও কঠোর আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আইআইএম-কলসি ধর্ষণ মামলার তদন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

পাকিস্তান-রাশিয়া যৌথভাবে পুনরায় চালু করবে পাকিস্তান স্টিল মিলস, রেল ও সড়ক সংযোগ প্রকল্পেও সহযোগিতা

মস্কো, ১২ জুলাই: পাকিস্তানে অবস্থিত স্টিল শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান স্টিল মিলস পুনরায় চালু করতে রাশিয়ার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শুক্রবার মস্কোতে পাকিস্তান দূতাবাসে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের শিল্প ও উৎপাদন বিভাগের সচিব সাইফ আনজুম এবং রাশিয়ার পক্ষ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এলএলসি'র মহাপরিচালক ভাদিম ভেলিচকো। উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের বিশেষ সহকারী হারুন আখতার খান এবং রাশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ খালিদ জামালি।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তান স্টিল মিলসকে পুনরায় চালু ও সম্প্রসারণ করা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই মিলটি ১৯৭৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি দুই দেশের দীর্ঘমেয়াদী শিল্প সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

হারুন আখতার খান বলেন, "রাশিয়ার সহায়তায় পিএসএম পুনর্জীবিত করা আমাদের যৌথ ইতিহাস ও শক্তিশালী শিল্প ভবিষ্যতের প্রতিফলন।"

এছাড়াও, জুলাই মাসের শুরুতেই পাকিস্তান ও রাশিয়া একটি বড় মাপের যোগাযোগ প্রকল্পে একমত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় পাকিস্তান, রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সড়ক ও রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে, যা মধ্য এশিয়ার স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর জন্য উষ্ণ পানিতে সরাসরি প্রবেশাধিকার দেবে।

এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের ফাঁকে, যেখানে পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলিম খান এবং রাশিয়ার উপপরিবহনমন্ত্রী আন্দ্রে সের্গেইয়েভিচ নিকিতিন অংশ নেন।

আব্দুল আলিম খান জানান, পাকিস্তান বর্তমানে তার পরিবহন অবকাঠামো ডিজিটাল করার কাজ করছে, যেখানে বাধাহীন মোটরওয়ে, বাধ্যতামূলক ই-ট্যাগিং এবং পূর্ণাঙ্গ সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

এছাড়াও, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সম্প্রতি উজবেকিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান রেল প্রকল্পের ওপরও অগ্রগতি সাধনে সম্মত হয়েছে। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক ডার এবং আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি একটি টেলিফোন সংলাপে এই বিষয়ে সম্মত হন।

এই সব উদ্যোগের লক্ষ্য হলো পাকিস্তানকে একটি আঞ্চলিক ট্রানজিট হাবে রূপান্তর করা এবং দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক ও অবকাঠামোগত সংযোগ জোরদার করা।

মণিপুরে আট জঙ্গি গ্রেপ্তার, বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য

ইমফল, ১২ জুলাই: মণিপুরের তিনটি জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়ে মোট আটজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে শনিবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ইমফল ওয়েস্ট জেলার মহারাবি এলাকা থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন প্রেপাক (ভিসি-রেড আর্মি)-এর একজন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিনে কাকচিং জেলার উমাথেল এলাকায় অভিযান চালিয়ে সোরেপা-র দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার ইমফল ওয়েস্টের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন কেসিপি (পিডব্লিউজি)-এর তিনজন সক্রিয় সদস্যকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী। এছাড়াও, শুক্রবার আরও দু'জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয় একজনকে ইমফল ওয়েস্ট জেলার ফুমলৌ মামাং লেইকাই এলাকা থেকে এবং অন্যজনকে ইমফল ইস্ট জেলার কেইবি খুল্লেন গ্রাম থেকে। এরা উভয়েই নিষিদ্ধ সংগঠন কেসিপি -র সদস্য বলে জানা গেছে নিরাপত্তা বাহিনীর এই ধারাবাহিক অভিযানে মণিপুরে সক্রিয় জঙ্গি কার্যকলাপ দমনে বড়সড় সাফল্য এসেছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

াঙ্গন

নীলজ্যোতি রাখাল শীল্ডে আজ সম্মুখ সমরে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী এগিয়ে চল ও ফরোয়ার্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।। ডারবি ম্যাচ। মহারণ। ফুটবল মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ লড়াই আগামীকাল। রাখাল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী এগিয়ে চল সংঘ এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচ। ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ বলা যেতে পারে। ম্যাচে যে দল জয়ী হবে তারা সরাসরি প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে। এদিকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ২-১ গোলের ব্যবধানে ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। বিজয়ী লাল বাহাদুরের পক্ষে রিচার্ড একাই দুটো গোল করেন। অপরদিকে বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষে লালমুন একমাত্র গোলটি করেন। উল্লেখ্য, বিজয়ী লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার আগামী ১৫ জুলাই তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে নাইন বুলেটস এর মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, আগামীকালের ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব দুই-দলই টার্গেট রেখেছে, নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করা। রাজ্য এবং বহি:রাজ্যের খেলোয়াড়ের সমৃদ্ধ দুই দল জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের সেরা দল গঠনের কথা জানিয়ে মুখ্যত ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে ভালো খেলা উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আগামীকাল উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিনথেটিক গ্রাউন্ডে কোনদল কেমন খেলে এবং শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে জুয়েলসকে হারালো টাউন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাখাল শিল্ড নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের আগে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী শনিবার দ্বিতীয় দিন নৈশকালীন ম্যাচে মুখোমুখি হয় টাউন ক্লাব ও জুয়েলস এসোসিয়েশন। নক আউট টুর্নামেন্ট মানেই ডু অর ডাই ম্যাচ। পরাজয় মানেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়া। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে দুটি দল এদিন ময়দানে নামলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখাতে সক্ষম হয় টাউন ক্লাবের ফুটবলাররা। নির্ধারিত সময়ের খেলায় টাউন ক্লাব এদিন ২-০ গোলের ব্যবধানে প্রতিপক্ষ জুয়েলসকে হারিয়ে কার্যত জয় দিয়ে এবারের ফুটবল মরশুম শুরু করে। যদিও লড়াইটা ছিল বেশ হাড্ডাহাড্ডি। প্রথমার্ধের খেলায় দুই দল কোন গোল করতে পারেনি। তবে গোল করার মত একাধিক সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি উভয় দলের ফুটবলাররা। ফলে গোলশূন্যভাবে শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে প্রথম থেকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে উভয় দল প্রতি আক্রমণ শুরু করে। আর তাতে যেন বাজিমাত দেখায় টাউন ক্লাব। ম্যাচের ৪৭ মিনিটে শুভম দেববর্মা প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় টাউনকে। শুভমের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষ জুয়েলসের ফুটবলাররা পাল্টা আক্রমণ আনার চেষ্টা করলেও তাদের যাবতীয় চেষ্টাকে বিফলের দিকে ঠেলে দিয়ে ৬৩ মিনিটের মাথায় জোহন জমাতিয়া টাউনের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়ানোর পাশাপাশি জয়ের পথকে অনেকটা মসৃণ করে দেয়। অবশিষ্ট সময়ে জুয়েলস যেমন ব্যবধান কমানোর জন্য চেষ্টা চালায়, ঠিক তেমনি প্রতিপক্ষ টাউন এর ফুটবলার ব্যবধান বাড়ানোর জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সুযোগ পেয়েও উভয় দল নতুন করে আর কোন গোল করতে পারেনি। ফলে নির্ধারিত সময়ের খেলায় জুয়েলসকে হারিয়ে নকআউট এই টুর্নামেন্টের পরবর্তী রাউন্ডের ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয় টাউন। দুইদলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন বহি রাজ্যের রেফারি বাসু টিস্যু।

ওয়ানডে অধিনায়কত্বও হারাচ্ছেন রোহিত!

রোহিত শর্মা নন, এবার ওয়ানডে ফরম্যাটেও অধিনায়কত্ব করবেন শুভমান গিল। এমনই গুঞ্জন জোরাল হয়েছে এক খ্যাতিমান সাংবাদিকের পোস্ট সামনে আসার পর থেকে। টি২০-র পর টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেও রোহিতই ওয়ানডে ম্যাচে টস করতে যাবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এই ফরম্যাট থেকেও শেষপর্যন্ত অধিনায়কত্ব হারাতে চলেছেন তিনি!

ইংল্যান্ডের সঙ্গে হাই ভোল্টেজ টেস্ট সিরিজের আগেই যখন সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মা, তখন অনুরাগীরা বিষণ্ণ হলেও অধিকাংশই মেনে নিয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত। তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম বলে দিচ্ছিল ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফরম্যাটকে এবার বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কিন্তু অন্তত পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে তাঁকে এবং বিরাট কোহলিকে দেখা যাবে, এটাই ছিল বিরাট সান্ত্বনা। তার উপর গত ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ফলে রোহিত অধিনায়ক থাকবেন বলেই মনে করা হচ্ছিল।এবার ইংল্যান্ডে স্বপ্নের সফর চলছে গিলের। দু'টি টেস্টে তিনটি শতরান করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ২৬৯ রানের ইনিংসটি, যেটি যে কোনও ভারত অধিনায়কের করা সর্বোচ্চ রানের টেস্ট ইনিংস। প্রথম ম্যাচে হেরে পরের ম্যাচে দারুণ কামব্যাক করেছে ভারত। তৃতীয় টেস্টেও লড়াই করছে টিম ইন্ডিয়া। ব্যাটের পাশাপাশি গিলের অধিনায়কত্বও হয়তো মন জিতেছে নির্বাচকদেরও। তার উপর পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ ২০২৭ সালে। তাই এখন থেকেই অধিনায়ক বদলে নতুন করে সেই প্রতিযোগিতায় জিততে ঝাঁপাতে চাইছে বোর্ড। গুঞ্জন তেমনটাই।

কেবল তাই নয়। রোহিত-কোহলিরা আদৌ বিশ্বকাপের দলে থাকবেন কিনা সংশয় তা নিয়েও। ঠিক ছিল সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। কিন্তু পিছিয়ে গিয়েছে সেই সিরিজ। আপাতত নভেম্বরের আগে আর মাঠে নামা হবে না ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মেগাস্টারের। সেই সময় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলা ভারতের। মনে করা হচ্ছে, গত বছর দেড়েক সময়ে রানের মধ্যে না থাকতে পারলে হয়তো বিশ্বকাপ স্কোয়াডেও হয়তো দেখা যাবে না রোহিত-কোহলিকে।

কোহলির জীবন নিয়ে হচ্ছে সিনেমা?

মুম্বই: কোটা ফ্যাক্টরি জনপ্রিয় হওয়ার পর থেকেই তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বেড়েছে। জিতু ভাইয়া নামে তাঁকে ডাকেন ভক্তরা। তবে পঞ্চায়েত ওয়েব সিরিজ তাঁর জনপ্রিয়তাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তিনি এখন সকলের প্রিয় ”সচিবজী”। সেই জিতেন্দ্র কুমার এবার বিরাট কোহলির ভূমিকায় অভিনয় করবেন?

মহেন্দ্র সিংহ ধোনি থেকে শুরু করে মহম্মদ আজহারউদ্দিন, একাধিক ক্রিকেটারের জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা। কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারতের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা। এর মধ্যে ধোনির জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমা - মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, দ্য আনটোল্ড স্টোরি সুপারহিট হয়েছিল। ধোনির ভূমিকায় সুশান্ত সিংহ রাজপুত সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিলেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী নিয়েও তৈরি হচ্ছে সিনেমা। যে বায়োপিকে নাম ভূমিকায় দেখা যাবে রাজকুমার রাওকে। সৌরভ নিজে যে ঘোষণা করেছেন সম্প্রতি।তবে বিরাট কোহলির জীবন নিয়ে সিনেমা তৈরি হচ্ছে, এরকম খবর এখনও পর্যন্ত নেই। যদিও, জল্পনা উস্কে দিলেন জিতেন্দ্র কুমার। পঞ্চায়েত সিজন ফাইভের প্রচারের জন্য দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জিতেন্দ্র কুমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি বিরাট কোহলির বায়োপিকে অভিনয় করবেন? জিতেন্দ্র কুমার বলেন, ”ক্রিকেট মাঠে এমন কোনও মাইলফলক নেই যেটা ও স্পর্শ করেনি। আর সেই গোটা সফরটা আমি ভীষণ কাছ থেকে দেখেছি। আমি সুযোগ পেলে অবশ্যই জানতে চাইব, কোনও বিশেষ মুহূর্তের আগে কী ভাবত। পর্দায় সেই মুহূর্তটা ফুটিয়ে তুলতে পারলে দারুণ লাগবে। সেই আবেগগুলো ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পেলে অসাধারণ লাগবে।” জিতু ভাইয়াকে কি বিরাট কোহলির বায়োপিকে দেখা যাবে? 'ইনশাল্লাহ,' বলেছেন অভিনেতা। যোগ করেছেন, ”আমি অনেক জায়গায় এরকম লেখালেখি দেখেছি। ওর বায়োপিক হলে আমি সুযোগ পেলে দারুণ লাগবে। আর ওর বায়োপিক হওয়াই উচিত। ওর জীবন মানুষের জানা উচিত। তাতে অনেকে অনুপ্রেরণা পাবে। ওর ক্রিকেট মাঠের সফর খুব আকর্ষণীয়। ক্রিকেট মাঠে তো বটেই, ব্যক্তিগত জীবনেও প্রচুর কীর্তি স্পর্শ করেছে। অবশ্যই ওর বায়োপিক করা উচিত। কীভাবে বিভিন্ন লড়াইয়ে জিতেছে, মানুষের জানা উচিত। এই কাজটা করার সুযোগ পেলে আমি খুব খুশি হব।”

জোতার স্মৃতিকে 'চিরস্থায়ী' করতে অবসরে লিভারপুলের ২০ নম্বর জার্সি

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিলেও ইঙ্গিতটা আগেই দিয়ে রেখেছিল লিভারপুল। সড়ক দুর্ঘটনায় দিয়েগো জোতার মৃত্যুর পরপরই তাঁর ২০ নম্বর জার্সিকে 'অমর' করে রাখার ঘোষণা দিয়েছিল ক্লাবটি। সেই ঘোষণায় জোতার জার্সিকে অবসরে পাঠানোর বিষয়টি স্পষ্ট না করলেও অনেক ভক্ত---সমর্থক তেমনটিই ধরে নিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই অনুমানই সত্য হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে জোতার জার্সিকে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। এর ফলে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডই লিভারপুলের চিরকালীন ২০ নম্বর খেলোয়াড় হয়ে থাকবেন। জোতার স্ত্রী রুতে কারদোসো ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপের পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

সংবাদ বিবৃতিতে লিভারপুলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'দিয়োগোর সম্মানে ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই নম্বরটি সব পর্যায়ে অবসর দেওয়া হবে।' এ সিদ্ধান্ত শুধু পুরুষ দলের জন্যই নয়, বরং নারী দল ও পুরো একাডেমিতে কার্যকর হবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এ সিদ্ধান্ত কেবল দলের সাফল্যে আমাদের পর্তুগিজ তারকার গত পাঁচ বছরের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি জানাতেই নয়, বরং সতীর্থ, সহকর্মী এবং সমর্থকদের ওপর যে গভীর ব্যক্তিগত প্রভাব তিনি ফেলেছিলেন সে জন্যও। তাদের সঙ্গে গড়ে তোলা চিরস্থায়ী বন্ধনকে সম্মান জানাতেও (এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে)।'

জোতার মৃত্যুর পরপরই অবশ্য লিভারপুলের সমর্থকেরা তাঁর জার্সি অবসরে পাঠানোর দাবি জানান। সমর্থকদের আবেগকে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্তটি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন লিভারপুলের মালিকপক্ষ ফেনওয়ে স্পোর্টস গ্রুপের ফুটবলবিষয়ক প্রধান নির্বাহী মাইকেল এডওয়ার্ডস।

এডওয়ার্ডস বলেন, 'ক্লাব হিসেবে আমরা আমাদের সমর্থকদের অনুভূতির প্রতি সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলাম এবং আমরাও ঠিক একইভাবে অনুভব করেছি। এ সিদ্ধান্তে দিয়োগোর স্ত্রী রুতে ও তাঁর পরিবারকে যুক্ত করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এটা নিশ্চিত করা জরুরি ছিল যে আমাদের এ সিদ্ধান্তের কথা তারা সবার আগে জানেন।' এডওয়ার্ডস যোগ করেন, 'আমি বিশ্বাস করি, লিভারপুলের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো ব্যক্তিকে এমন একটি সম্মাননা দেওয়া হলো। সুতরাং, বলা যায় একজন অনন্য ও অসাধারণ মানুষের প্রতি এটি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই স্কোয়াড নম্বরটি অবসর দিয়ে আমরা একে চিরস্থায়ী করে নিয়েছি। এটি আমরা কখনোই ভুলে যাওয়া যাব না।'

জাতীয় সাঁতার হরিয়ানায়, রাজ্যদল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ১০ আগস্ট থেকে ১৩ আগস্ট হরিয়ানার বাহাদুরগাড়ে ৪১তম জাতীয় সাব-জনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা এবং গুরুরাটের আমেদাবাদে ৫১তম জাতীয় জনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা ১৬ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে।জাতীয় আসরে অংশগ্রহনের লক্ষে রাজ্য-দল গঠনের জন্য একটি নির্বাচনি শিবিরের আয়োজন করা হয়। আগামীকাল (রবিবার) সকাল ১১টায় আগরতলা বাধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুলে নিম্নলিখিত ৩টি গ্রুপে এই নির্বাচনি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ১নং গ্রুপ-যাদের বয়স-১৫, ১৬ এবং ১৭ বৎসর।২ নং গ্রুপ যাদের বয়স - ১৩ এবং ১৪ বৎসর।৩নং গ্রুপ যাদের বয়স-১১ এবং ১২ বৎসর।

যারা এই নির্বাচনি শিবিরে অংশগ্রহন করতে ইচ্ছক তাদেরকে আগামীকাল সকাল ১০-৩০মিঃ এর মধ্যে বয়সের প্রমানপত্র সহ বাধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুলে রিপোর্ট করতে হবে। রাজ্য সাঁতার সংস্থার সহ-সভাপতি রঞ্জিত চক্রবর্তী এই সংবাদ জানান।

ধরাশায়ী হয়েও থামতে নারাজ জোকোভিচ

উইম্বলডন সেমিফাইনালে ২ ঘণ্টার কম সময়ে ইয়ানিক সিনারের কাছে হেরে গিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক প্রত্যাশা মতো লড়াই করতেই পারেননি। সরাসরি সেটে হারলেও হাল ছাড়ছেন না জোকোভিচ। অবসরের কথাও ভাবছেন না। বরং আগামী বছরও সেন্টার কোর্টে খেলার স্বপ্ন দেখছেন।

সেমিফাইনালের পর কথাগুলো বলার সময় আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি জোকার। পরাজয়, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় কেঁদেছেন। জার্সির খোঁটে চোখ মুছেছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার ফিরে আসার কথা বলেছেন। হতাশ জোকোভিচ বলেছেন, "অবশ্যই কষ্ট হচ্ছে। তবে আশা করব সেন্টার কোর্টে এটাই আমার শেষ ম্যাচ নয়। আজই উইম্বলডন কেরিয়ার শেষ করার কোনও পরিকল্পনা নেই আমার। অন্তত আরও এক বার এখানে ফিরে আসতে চাই।"

২০২৩ সালের ইউএস ওপেনের পর আর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি জোকোভিচ। শুক্রবার হারের পর জোকার মেনে নিয়েছেন, বয়স তাঁর খেলায় প্রভাব ফেলছে। শরীর আগের মতো সঙ্গ দিচ্ছে না। সিনার বা কার্লোস আলকারাজদের মতো তরতাজা তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ছেন। তিনি বলেছেন, "এটা দুর্ভাগ্য নয়। নেতিবাচক ভাবে দেখি না। বয়স বাড়ছে। শরীরের ধকল বাড়ছে। যতটা সম্ভব শরীরের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছি। তবু গত দেড় বছরের মতো কঠিন সময় কখনও কাটাইনি। সত্যি বলতে, এটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ তরতাজা এবং ফিট থাকলে এখনও যথেষ্ট ভাল টেনিস খেলতে পারছি। এ বছরে সেটা প্রমাণও করেছি।" জোকার আরও বলেছেন, "এ বছর বিশ্বের সেরা পাঁচ জনের বিরুদ্ধে খেলতে হয়েছে। যেটা আমার শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ধকলের ছিল। প্রতিযোগিতা যত বড় হয়, ধকলও তত বেশি হয়। তবে এ বছর প্রতিটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠতে পেরেছি। আমাকে সিনার বা আলকারাজের মতো তরুণদের সঙ্গে খেলতে হচ্ছে। ওরা ফিট, তীক্ষ্ণ। মনে হচ্ছে, অর্ধেক খালি ট্যাঙ্ক (শারীরিক সক্ষমতা) নিয়ে খেলতে নামছি। কঠিন ম্যাচগুলি এ ভাবে জেতা যায় না।"

৩৮ বছরের জোকার একটা পর্যায়ের পর আটকে যাচ্ছেন। বার বার আটকে যাচ্ছেন।

উইম্বলডন জয়ের হ্যাটট্রিক থেকে এক ধাপ দূরে আলকারাজ

উইম্বলডনের ফাইনালে উঠে গেলেন কার্লোস আলকারাজ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে আমেরিকার টেলর ফ্রিৎজকে হারালেন ৬-৪, ৫-৭, ৬-৩, ৭-৬ গেমে। আগের দু'বার সেন্টার কোর্টে ট্রফি জিতেছেন আলকারাজ। আগামী রবিবার স্পেনের খেলোয়াড় নামবেন হ্যাটট্রিক করতে। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে ফরাসি ওপেনও জিতেছিলেন তিনি। ফাইনালে ইয়ানিক সিনার বনাম নোভাক জোকোভিচ ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবেন আলকারাজ।

দু'ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে ম্যাচ জিতেছেন আলকারাজ। তবে বেশ কয়েক বার কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। দ্বিতীয় সেটের শেষ দিকে মনঃসংযোগে ঘাটতি হওয়ায় জিততে পারেননি। তবে তৃতীয় সেটে ফিরে আসেন। বেসলাইন থেকে একের পর এক জোরালো শটে বিপদে ফেলেন ফ্রিৎজকে। চতুর্থ সেটের টাইব্রেকারে তিনি দু'বার সেট পয়েন্ট বাঁচান। তার পর টানা চারটি পয়েন্ট জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন।

রবিবার জিতলে বিশ্বের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসাবে টানা তিনটি উইম্বলডন জয়ের নজির গড়বেন আলকারাজ। পাশাপাশি বিয়র্ন বর্গের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে পর পর দু'বছর ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডন একই সঙ্গে জেতার নজিরও গড়বেন আলকারাজ। বর্গ এই কাজ করেছেন টানা তিন বছর। টানা ২৪টি ম্যাচ জিতে ফাইনালে নামবেন আলকারাজ।

গত মাসে আলকারাজ তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে সিনারকে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে হারিয়েছিলেন। ইটালীয় খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে ৮-৪ এগিয়ে আলকারাজ। শেষ দু'বার উইম্বলডন ফাইনালে জোকোভিচকে হারিয়েছিলেন আলকারাজ। সার্বিয়ার খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ৩-৫ পিছিয়ে তিনি।

সেমিফাইনালে ওঠার পথে দু'টি পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলতে হয়েছিল ফ্রিৎজকে। অ্যান্ডি রডিকের পর আমেরিকার প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডন ফাইনালে ওঠার দৌড়ে ছিলেন তিনি। আলকারাজকে সময়ে সময়ে বিপদেও ফেলেছেন। তবে রিটার্নের যোগ্য জবাব দিতে পারেননি। স্পেনের খেলোয়াড় বেসলাইন থেকে যেমন ভাল ভাল শট খেলেছেন, তেমনই নিখুঁত ড্রপ শট ও সেকেন্ড সার্ভে বিপদে ফেলেছেন ফ্রিৎজকে। টাইব্রেকারে ৬-৪ এগিয়ে গিয়ে সেট পয়েন্ট থেকে এক ধাপ দূরে ছিলেন ফ্রিৎজ। তবে বার বারই যা দেখা যায় এ বারও তাই দেখা গিয়েছে। যখন সবচেয়ে বেশি দরকার তখনই আলকারাজের র্যাকেট থেকে বেরোয় সেরা টেনিস। ম্যাচের পর আলকারাজ বলেছেন, "টেলরের বিরুদ্ধে খেলতে নামলেই কঠিন ম্যাচ হয়। পরিবেশ সেটাকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। বেশ গরম ছিল আজ। যে ভাবে খেলেছি তাতে আমি খুশি। স্নায়ু নিয়ন্ত্রণে রেখেছি। এখানে সেমিফাইনাল খেলা সহজ কাজ নয়। নিজেকে শান্ত রেখে এবং ভাবনাচিন্তা ঠিকঠাক রাখার কারণে জিতেছি।"

দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে কোনও মতে ড্র, কলকাতা লিগে আবার আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল, পয়েন্ট নষ্ট লাল-হলুদের

সব ঠিকঠাক থাকলে ম্যাচটা হেরেও যেতে পারত তারা। তবে শনিবার ইস্টবেঙ্গল এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারল নৈহাটি স্টেডিয়াম থেকে। কলকাতা লিগে কাস্টমসের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করল তারা। তা-ও আবার প্রথমার্ধে দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে।

বৃষ্টির জন্য বিএসএস-এর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। তার আগে সুরুচি সঙ্ঘের কাছে আটকে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এ দিন আবার পয়েন্ট নষ্ট করেছে তারা। গত বার কলকাতা লিগে তরতরিয়ে এগোনো ইস্টবেঙ্গলকে এ বার অনেকটাই অচেনা লাগছে।

এ দিন ২২ মিনিটের মধ্যে দু'টি গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদকে দেখে চেনাই যায়নি। প্রথম গোলটি হয় পেনাল্টি থেকে। ডিফেন্ডার চাকু মান্ডি বক্সের মধ্যে ফেলে দেন কাস্টমসের সুময় সোমকে। পেনাল্টি থেকে গোল করেন শিলক তিওয়ারি। এর কিছু ক্ষণ পরেই দ্বিতীয় গোল খায় ইস্টবেঙ্গল।

লাল-হলুদের একাধিক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে রিকি ঘরামি পাস দেন অরক্ষিত থাকা সৌরভ সেনকে।

তিনি গোল করেন। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের জোসেফ জাস্টিন সহজ জায়গায় ফ্রিকিক পেলেও বাইরে মারেন। তার পরে শারীরিক ফুটবল খেলতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে হলুদ কার্ড দেখেন।

বিরতির পরে কিছু ফুটবলারকে পরিবর্তন করেন কোচ বিনো জর্জ। তবু প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৬০ মিনিট। পরিবর্ত অনন্থু গোল করেন জেসিন টিকের কর্নার থেকে। ১০ মিনিট পর প্রভাত লাকরা সমতা ফেরান। শেষের দিকে ইস্টবেঙ্গলের চাপ সামলাতে না পেরে কাস্টমসের ফুটবলারেরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। তবে গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

হারের পর সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কোচ বিনো। বলেছেন, "আমরা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। নিজেরাও ভুল করে গোল খেয়েছি।"

১০ ওভারও টিকছে না নতুন বল পুরনো বল দেওয়া হল শুভমনদের!

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে ডিউক বল নিয়ে বিতর্ক বেড়েই চলেছে। তাড়াতাড়ি বলের আকার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের অভিযোগ, খুব তাড়াতাড়ি বল নরম হয়ে যাচ্ছে। ফলে বোলারদের সমস্যা হচ্ছে। ভারতীয় দল পাশে পেয়েছে সুনীল গাওস্কর ও স্টুয়ার্ট ব্রডকে। দু'জনেই এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। তার মধ্যেই ভারতের অভিযোগ, তাদের পুরনো বল দেওয়া হয়েছে। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কেও জড়িয়েছেন শুভমন গিলেরা। বিতর্কের মাঝে সাফাই দিয়েছেন ডিউক বলের নির্মাতা।

লর্ডসে প্রথম দিন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় নতুন বল নিয়ে সমস্যা হয়। দ্বিতীয় দিন শুরুর স্পেলে জসপ্রীত বুমরাহ ইংল্যান্ডের তিন ব্যাটারকে আউট করার পরেও বল নিয়ে খুশি ছিল না ভারতীয় দল। তাঁরা অভিযোগ করেন আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা সৈকতের কাছে। বাংলাদেশের আম্পায়ার খতিয়ে দেখেন, সত্যিই বলের আকার বদলে গিয়েছে। তত ক্ষণে সেই বলে মাত্র ১০.৩ ওভার খেলা হয়েছে।

বল বদলের পর যে বল দেওয়া হয় তা নিয়েও খুশি ছিলেন না শুভমনেরা। বল হাতে পেয়েই শুভমন তা নিয়ে আপত্তি করেন। তাঁদের অভিযোগ, বল মোটেই ১০ ওভার পুরনো নয়। আরও পুরনো। মহম্মদ সিরাজকে তো স্টাম্প মাইক্রোফোনে বলতে শোনা যায়, "এটা ১০ ওভার পুরনো বল মনে হচ্ছে? সত্যি সত্যি?" শরফুদ্দৌলা অনুরোধ করেন তাড়াতাড়ি বল করতে যাওয়ার জন্য। সিরাজ রান-আপ শুরু করতে যাবেন এমন সময় আকাশদীপ এগিয়ে এসে আবার বলের পালিশ দেখান। ভারতীয় ক্রিকেটারদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এই বলে একেবারে সন্তুষ্ট নন তাঁরা। কিন্তু আম্পায়ার কোনও কথা শোনেননি।

সেই সময় ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন গাওস্কর। তিনিও বল দেখে অবাক হয়ে যান। গাওস্কর বলেন, "এখান থেকে দেখেও বোঝা যাচ্ছে যে ওটা কোনও ভাবেই ১০ ওভার পুরনো বল নয়। অন্তত ২০ ওভার পুরনো বল।" তিনি আরও বলেন, "বার বার ডিউক বল নিয়ে অভিযোগ হচ্ছে। আগে এই বলে যা সুইং হত এখন তার ধারেকাছেও হয় না। এ বার সত্যি ভাবার সময় এসেছে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে ভাবতে হবে, এর পরেও ডিউক বলে ওরা খেলবে কি না।"

সেই বলেও বেশি ক্ষণ খেলা হয়নি। আট ওভার পর আবার আম্পায়ারের কাছে অভিযোগ করে ভারতীয় দল। দেখেন বল আকারে বড় হয়ে গিয়েছে। বল পরীক্ষা করার 'রিং'-এর মধ্যে ঢুকছে না। ফলে আবার বল বদলানো হয়। তবে কি ভারতের অভিযোগই সত্যি ছিল? পুরনো বল দেওয়া হয়েছিল তাদের? সেই কারণেই সেই বলে বেশি ক্ষণ খেলা হল না! দ্বিতীয় বার বল বদলের পরে অবশ্য কোনও অভিযোগ করেনি ভারতীয় দল।

টেস্টে একটা বলে ৮০ ওভার খেলা হয়। সেখানে ডিউক বলের আকার ১০ ওভারও ঠিক থাকছে না। এতে অবাক ইংল্যান্ডেরই প্রাক্তন ক্রিকেটার ব্রড। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, "বল সবসময় একজন ভাল উইকেটরক্ষকের মতো। তাকে নিয়ে বেশি আলোচনা হয় না। সে চুপচাপ নিজের কাজ করে। কিন্তু এই সিরিজে বল নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। এটা মানা যায় না। পাঁচ বছর ধরে এই সমস্যা হচ্ছে। ডিউক বলে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একটা বলে ৮০ ওভার হওয়া উচিত। ১০ ওভার নয়। এই সমস্যা মেটাতেই হবে।"

ক্রিকেট বিশ্বকাপে ইটালি

ফুটবলের দেশ হিসাবে পরিচিত ইটালি। অথচ গত দুটো বিশ্বকাপ ফুটবলে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তারা। আগামী বছরও তারা ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। সেই ইটালিই ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রথম বার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল।

শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে গিয়েও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল তারা। ২০২৬ সালে ইটালি ভারতে আসছে বিশ্বকাপ খেলতে। যোগ্যতা অর্জন করেছে নেদারল্যান্ডসও।

দ্য হেগ-এর মাঠে এ দিন নেদারল্যান্ডসকে হারালেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হয়ে যেত ইটালির। তবে হারলেও সুযোগ ছিল। কারণ দ্বিতীয় স্থানে থাকা জার্সির সঙ্গে পয়েন্ট সমান (৫) থাকলেও রান রেটে অনেকটাই এগিয়েছিল ইটালি। সেটাই শেষ পর্যন্ত কাজে দিল। ইউরোপ কোয়ালিফায়ারে সবার উপরে শেষ করেছে নেদারল্যান্ডস। তাদের ছয় পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইটালি এবং তৃতীয় স্থানে থাকা জার্সির পাঁচ পয়েন্ট হলেও রান রেটে জার্সিকে (০.৩০৬) পিছনে ফেলেছে ইটালি (০.৬১২)।

এ দিন আগে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৪ তোলে ইটালি। সর্বোচ্চ রান বেন মানেন্তির (৩০)।

CMYK

জাগরণ 12 July, 2025, Sunday আগরতলা ১৩ জুলাই, ২০২৫ ইং, ■ ২৮ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চিকিৎসক সুনীল রঞ্জন দেব এবং রাস মোহন সরকারের প্রয়াণে শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১২ জুলাই : চিকিৎসক সুনীল রঞ্জন দেব এবং রাস মোহন সরকারের প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে রাজ্যের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. সুনীল রঞ্জন দেব প্রয়াত হয়েছেন এবং গতকাল স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রাসমোহন সরকার প্রয়াত হয়েছেন।
আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদের কের চৌমুহনী এবং জয়নগরস্থিত বাসভবনে গিয়ে তাদের পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানান এবং আত্মার সদগতি কামনা করেন।

রেলে বাড়ি ফেরার পথে আচমকাই নিখোঁজ এক যুবক

আগরতলা, ১২ জুলাই : রেলে বাড়ি ফেরার পথে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে এক যুবক। তিনদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্য্যন্ত তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে থানায় দারস্থ হয়েছে অসহায় পরিবারের সদস্যরা।
ঘটনার বিবরনে জানা যায়, উদয়পুর পুলিশ লাইনের আব্দুল খালেক, এবং মেলাঘর কলা খেতের হাবিল মিয়া দুজনের সম্পর্কে মামা এবং ভাগিনা হয়। তারা দুজন দীর্ঘদিন চেন্নাই এ কর্মরত থাকার পর যে যার বাড়ির উদ্দেশ্যে ট্রেন দিয়ে রওনা হয়ে হাওড়া রেল স্টেশনে নেমে। গাড়ি দিয়ে শিয়ালদা রেল স্টেশনে আসে। এরপর দুই মামা ভাগিনা শিয়ালদা রেল স্টেশনে ট্রেনে উঠে। এর মধ্যে মামা আব্দুল খালেক পাঁচ নম্বর ট্রেনের বগীতে ছিলেন। অন্যদিকে ভাগিনা হাবিল মিয়া ট্রেনের তিন নম্বর বগিতে ছিলেন। দুজনে ট্রেনের মধ্যে কথাবার্তা ও সাক্ষাৎ হয়।
তার মধ্যে ট্রেনের ভিতরে ভাগিনা হাবিল মিয়া তার মামা আব্দুল খালেকের কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে যাওয়ার পর ভাগিনা মুহূর্তের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায়।বহু জায়গা খোঁজাখুঁজির পর, হাবিল মিয়াকে পাওয়া যায়নি। এদিকে মামা আব্দুল খালেক উদয়পুর তার বাড়িতে গিয়ে তার বোনকে ঘটনাটি জানিয়েছেন। তারা বিভিন্ন জায়গা খোঁজাখুজি করেন। দীর্ঘ তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর অবশেষে মামা আব্দুল খালেক সাংবাদিকদের মাধ্যমে তার ভাগিনা কে খুঁজে পাওয়ার জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন।

সোসাইটির সভায় পরিবহনমন্ত্রী

ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনালের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ

আগরতলা, ১২ জুলাই : আজ জিরানীয়ার মাধববাড়িতে অবস্থিত ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনালের কনফারেন্সে হলে ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনালের ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি টার্মিনালের কার্য্যক্রম আরোও সুচারুভাবে পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন টার্মিনালের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, টার্মিনালের অভ্যন্তরে যাতে কোনও ট্রাকচালক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেদিকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে নজরদারি রাখতে হবে। সবার মধ্যে কাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পরিবহন মন্ত্রী তার বক্তব্যে টার্মিনালের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, রানীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীণ কুমার দাস, মহকুমা শাসক অনিমেশ ধর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর গ্রামীণ) হিমাদ্রী প্রাসাদ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রণজিৎ রায় চৌধুরি সহ টার্মিনাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সদস্যগন এবং পূর্ত দপ্তর, সহ সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগন।

পায়ে হেঁটে দিল্লির উদ্দেশ্যে চুরাইবাড়ি অতিক্রম করে অসমে প্রবেশ করলেন ডেভিড মুড়াসিং

আগরতলা, ১২ জুলাই : পায়ে হেঁটে দিল্লির উদ্দেশ্যে চুরাইবাড়ি অতিক্রম করে অসমে প্রবেশ করলেন তিপরা মথা নেতা ডেভিড মুড়াসিং।
প্রসঙ্গত, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হয়েছে তিপরা মথা। গত ৫ জুলাও অনুপ্রবেশ রুখতে মথার নেতৃত্বরা পায়ে হেঁটে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। ওইদিন আগরতলার উত্তর গেইট থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লির যন্তর মন্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন তিনি।
তিপরা মথা নেতা ডেভিড মুড়াসিংয়ের কথায়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কারণে রাজ্যের অনেক লোক তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নিজের জায়গায় থেকে নিজেদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে অস্তিত্ব জানান দিতে। এই বিষয়ে বহু ডেপুটেশন। সহ আন্দোলন করতে হয়েছে কিন্তু তার কোন সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ রুখতে পদযাত্রায় শামিল হয়েছেন তিনি।

রাজধানীর ভগবান ঠাকুর চৌমুহনীতে বিপদজনক অবস্থায় বিদ্যুতের খুঁটি

আগরতলা, ১২ জুলাই : গতকাল রাতেন রাজধানীর ভগবান ঠাকুর বাড়ি চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিপদজনক অবস্থায় পরিণত হয়েছে। আজ সকাল বেলায় বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে গিয়ে খুঁটির সারাই করার কাজ হাতে নেয়।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে উত্তর বনমালীপুর ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ খুঁটি বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে।
এবিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে সারাই করার আহ্বান জানিয়েছিল এলাকাবাসী। কিন্তু তারপরেও সাড়াই করা হয়নি। কিন্তু গতকাল গভীর রাতে আসাম থেকে আগত একটি গাড়ি বিদ্যুৎ খুঁটিতে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ চলে যায়। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এলাকাবাসী। সারারাত জনগণ বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় থাকেন।
আজ সকাল বেলায় বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে এসে খুঁটির সারাই করার কাজ হাতে নেয়।

খোয়াইয়ে ধৃত দুই বাংলাদেশি যুবক

আগরতলা, ১২ জুলাই : বাইজল বাড়ীর বেলফাঙয়ের নাকা পয়েন্ট থেপে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় সড়কের খোয়াই- মোহনপুর অংশের বেলফাঙয়ের নাকা পয়েন্টে দুইজন বাংলাদেশী আটক করা হয়েছে। ওই সময় যাত্রী নিয়ে একটি অটোরিকশা বাইজালবাড়ী হয়ে খোয়াইয়ের দিকে যাচ্ছিল। নাকা পয়েন্টে ডিউটিরত বাইজাল বাড়ী থানার পুলিশ রুটিন চেক আপের জন্য অটো রিকশাটিকে আটক করে। অটোতে দুজন যাত্রী ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওই দুইজন যাত্রী পুলিশকে জানায় যে, তারা মোহনপুর থেকে আসছিল খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে। তারা বাংলাদেশী নাগরিক লে পুলিশের কাছে স্বীকার করে।
পুলিশ সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ধৃত দুই বাংলাদেশির নাম খোকন সরকার ও অনিক সরকার।

দ্যা স্মাইল ফাউন্ডেশনের রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১২ জুলাই : শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হাউসে এক রক্তদান শিবির সংগঠিত করেছে দ্যা স্মাইল ফাউন্ডেশন। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। দ্য স্মাইল ফাউন্ডেশন শনিবার আইএমএ হাউসে এক স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। উক্ত দুটি শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা বি কে রায়, রাজ্যের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী স্বপন নন্দী সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, আমাদের রাজ্যে রক্তের সংকট নিরসনের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। স্মাইল ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন সংস্থা রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসায় তিনি প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মেয়র বলেন, আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিজ্ঞানের দারুন অগ্রগতি হলেও এখনো পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা রক্তের কোন বিকল্প আবিষ্কার করতে পারেননি। স্বাভাবিক কারণেই রক্তদানের মধ্য দিয়েই রক্তের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। রক্তদান শিবিরে সকল অংশের জনগণকে আরো বেশি সংখ্যায় এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে মেয়র আহবান জানিয়েছেন।

নিজ পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে সমাজ সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসলো ডাক্তার সুশান্ত বনিক

আগরতলা, ১২ জুলাই : নিজ পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে সমাজ সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসলো ডাক্তার সুশান্ত বনিক।
ডাক্তার সুশান্ত বনিক ছোলবেলায় পিতাকে হারিয়েছে। সংসারের হাল ধরতে ছোটবেলা থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে ডাক্তার সুশান্ত বনিক। সে বর্তমান সময়ে চেন্নাইতে একটি সুনামধন্য হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় রয়েছে। সে বড় ধরনের পোষ্টে কর্মরত থেকেও নিজের রাজ্যকে ভুলেননি। নিজ পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত নানান সামাজিক কর্মসূচী করেযাচ্ছে ডাক্তার সুশান্ত বনিক। ত্রিপুরা থেকে কোনো লোকজন চিকিৎসারজন্য চেন্নাইগেলে সুশান্ত বনিক সার্বিক সহযোগীতার হাত বারিয়ে দেন। এরই মধ্যে নিজ পিতার মৃত্যু বার্ষিকিতে চেন্নাইথেকে ত্রিপুরা রাজ্যে নিজ জন্মভূমিতে ছুটে আসে সুশান্ত বনিক। এই মৃত্যুবার্ষিকিতে একগুচ্ছ সামাজিক কর্মসূচী হাতেনেন সুশান্ত বনিক।
শনিবার উদয়পুরস্থিত খিলপাড়া বালক শিশু নিকেতনে থাকা শিশুদের মধ্যে খাবার ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরন করেন। আজকের সারাদিন নানান সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশুগৃহে থাকা শিশুদের সঙ্গে দিন কাটালেন ডাক্তার সুশান্ত বনিক। ডাক্তার সুশান্ত বনিকের এইধরনের উদার মানসিকতার জন্য সকলে উনাকে ধন্যবাদ জানান। ডাক্তার সুশান্ত বনিক জানান তিনি সর্বদা লোকজনের ডাকে সারা দিয়ে জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন।

জনগণের মন কি বাত প্রচারপত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি গেলেন বিধায়ক গোপাল

আগরতলা, ১২ জুলাই : জনগণের মন কি বাত প্রচারপত্র নিয়ে লাল বাহাদুর এলাকায় গেলেন বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়। সেখানে তিনি নাম না করে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের তীব্র সমালোচনা করেন।
তাঁর উপর হামলার পর রাজিব ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন মাফিয়া নিয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন।
তা জবাব দিতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় বলেন, মাফিয়া বেষ্টিত হয়ে থাকে রাজীব বাবু। তাঁর রান্নাঘরে মাফিয়া রাজত্ব করে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রচারে যেতে চেয়ে চিঠি দেওয়ার পর পুলিশ না পেয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি।
এদিন তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের রাজনৈতিক প্রচারে নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলেও এদিন তিনি উল্লেখ করেন। এভাবে বিরুদ্ধে দের প্রচার বন্ধ করা যাবে না বলে অতি নেই স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
জনগণের মন কি বাত প্রচারপত্র নিয়ে প্রচার অভিযানে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে স্মার্ট মিটার লাগাতে তাদের দল বিজেপি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে।
অথচ বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্মার্ট মিটার বসাতে চাইছে তারা। তাঁর কথায়, জনগণের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে যেভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ শোভনীয় নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
শনিবার লাল বাহাদুর ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন গোপালবাবু ও তার অনুগামীরা।

বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত নবম শ্রেণির ছাত্র

বক্সনগর, ১২ জুলাই : উত্তর কলমচৌড়ার আদমপুর এলাকার নবম শ্রেণির ছাত্র সামির হাসান (১৪) এক বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে আহত সামির জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুরে সামির হাসান তার মামা সাইফুল ইসলামের (১৭) সঙ্গে মোটরবাইকে করে মামার বাড়ি আদমপুরে যাচ্ছিল। অভিযোগ, যাওয়ার সময় বাংলা চৌমুহনী এলাকায় পুলিশি চেকিং চলাকালীন পুলিশ তাদের দাঁড়াতে বললে সাইফুল বাইক না থামিয়ে দ্রুত গতিতে সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি ইলেকট্রিক খুঁটির সাথে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনার ফলে সামির হাসানের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং তার মাথা ফেটে যায়। যদিও বাইকে থাকা অন্য দু'জনের তেমন কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে।
এই প্রসঙ্গে বাইক চালক সাইফুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানায়, পুলিশ তাদেরকে দাঁড়াতে বলার পাশাপাশি লাঠি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেছিল। পুলিশি ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে দ্রুত গতি বাড়িয়ে দেয়, আর তাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
অন্যদিকে, পুরো ঘটনার বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চেকিংয়ের সময় বাইকটি খুবই দ্রুত গতিতে চলছিল। পুলিশ তাদের দাঁড়াতে সাইন দিলে তারা না দাঁড়িয়ে পালাতে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বোলেরো গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে।

নেশা ছাড়ানোর ওষুধ চুরি বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে

আগরতলা, ১২ জুলাই : মন্দির মসজিদ, স্কুল- কলেজ শিক্ষালয় ছেড়ে এখন হাসপাতালে হানা দিলো চোরের দল। গতকাল রাতে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওএসটি সেন্টারের আলমারির তালা ভেঙ্গে চোরের দল হানা দেয়। ড্রাগস নেওয়ার ইনজেকশন সিরিজ, অনেক দামি ঔষধ, সহ একাধিক সামগ্রী। যে ঔষধ গুলি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে নেশা গ্রস্ত যুবকদের নেশা ছাড়ানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন চিকিৎসকরা।
তাছাড়া বর্তমান সময়ে বাজারে ইনজেকশন নেওয়ার সিরিজ বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।বাজারে সিরিজ না পেয়ে অবশেষে হাসপাতালে হানা দিয়ে সিরিজ চুরি করলো নেশাগ্রস্ত যুবকরা। সে বিষয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানায় শনিবার বিকালে একটি অভিযোগ দায়ের করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।তবে বিশালগড় মহকুমার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন।নেশাগ্রস্ত যুবকরা নেশার টাকার জোগাড় করতে মন্দির মসজিদ স্কুল কলেজ শিক্ষালয় ছেড়ে এখন সুস্থ হওয়ার একমাত্র আশ্রয় হাসপাতালেও চোরের দল হানা দিচ্ছে। নিরুপায় হয়ে চোরের দল নেশার টাকার যোগাড় করতে এই সমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

চুরি যাওয়া তিনটি বাইক, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল মালিকদের ফিরিয়ে দিলো পুলিশ

আগরতলা, ১২ জুলাই : চুরি যাওয়া তিনটি বাইক, স্বর্ণালঙ্কার এবং মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন এনসিসি থানার ওসি প্রাজিত মালাকার। পুলিশের এই সফল অভিযানে স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন মালিকরা।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিগত কিছু দিন ধরে বিভিন্ন সময়ে বাইক চুরি যাওয়া অভিযোগ থানায় দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এরই মধ্যে একটি গলার হার চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশে অভিযানে নেমে সোনামুড়া, গোলবাজার এলাকা থেকে তিনটি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে। পাশাপাশি চুরি যাওয়া বিভিন্ন মোবাইল ও গলার হার উদ্ধার করে। আজ আদালতের নির্দেশে সেই সকল সামগ্রী তাদের মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে নতুন নিয়মাবলী সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবে অ্যাসো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে জনগণকে নতুন নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন করা মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং প্লেনার এসোসিয়েশনের কাজ। তাই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন পদ্ধতিকে স্মার্ট সিটিতে মানিয়ে নেওয়াই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং প্লেনার এসোসিয়েশন মূল লক্ষ্য। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে করে এমনটাই জানিয়েছেন এসোসিয়েশনের সদস্যরা।
আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং প্লেনার এসোসিয়েশন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।
এদিন এসোসিয়েশনর এক সদস্য বলেন, বর্তমানে আগরতলা পুর নিগমের অনুমদতে নতুন পরিবেশে শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিবর্তন ঘটে। সময়ের সাথে সাথে জমির আয়তন বাড়ে। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন সময়ে বিল্ডিং নির্মানের নিয়ম পরিবর্তন হয়।
তাই সময়ের এই পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন পদ্ধতিকে স্মার্ট সিটিতে মানিয়ে নেওয়াই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং প্লেনার এসোসিয়েশন মূল লক্ষ্য। এদিন তিনি আরও বলেন, এই পদ্ধতিকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য শহরবাসীকে বিল্ডিং প্লেন বের করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। তাই জনগনের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত বিল্ডিং নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন করা মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং প্লেনার এসোসিয়েশনের কাজ।

গাড়ি শিখতে গিয়ে অন্যের বাড়ির গেট ভেঙে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নয়া চালক

আগরতলা, ১২ জুলাই : গাড়ি শিখতে গিয়ে অন্যের বাড়ির গেট ভেঙে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নয়া চালক। ওই ঘটনায় রাজধানীর ধলেশ্বর ১ নং রোড এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গাড়ি চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন কিনা সেটা নিয়ে ধোঁয়াশা এলাকাবাসীর মধ্যে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, রাস্তা থেকে গেইট ভেঙে গাড়ি ঢুকে গেলো বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকে সজোরে ধাক্কা মারে দেওয়ালে।এতে গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে। তবে অল্পতে রক্ষা হলেও চালক আহত হয়েছেন বলে খবর। ওই ঘটনা রাজধানীর ধলেশ্বর এক নম্বর রোডে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানাগেছে, গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে এই বিপত্তি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas